CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 10 February, 2021 ■ আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৭ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাথারকান্দিতে সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক দূর্ঘটনায় চালকসহ তিনজনের মৃত্যু, দু'জনই ত্রিপুরার

পাথারকান্দি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মর্মান্তিক এক লরি দুর্ঘটনায় তিন ব্যক্তির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় সৌভাগ্যবলে একজনের প্রাণ রক্ষা হয়েছে। ঘটনাটি করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বাইপাসে আসিমগঞ্জ সংলগ্ন কোণাগাঁও এলাকায় সোমবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহতদের বরীন্দ্র শব্দকর (২৪), নৃপেন্দ্র শব্দকর (২২) এবং বিক্রম দেব (৩৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁদের প্রথম দুজন যথাক্রমে ট্রাকের চালক ও সহ-চালক। একজনের বাড়ি ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা এলাকায়। অন্যজন উত্তর ত্রিপুরার কদমতলার বাসিন্দা। তিনিও লরি চালক বলে পুলিশ জানিয়েছে। অপর জীবিত ব্যক্তিকে দীপঙ্কর বৈদ্য (৩০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি পাথারকান্দি (অসম)-র আসাইঘাটের প্রয়াত হরেন্দ্র বৈদ্যের ছেলে।

পাথারকান্দি থানার ওসি সঞ্জীব তেরনের কাছে জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ পাথারকান্দির বাইপাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এনএল ০১ কে ৪০৯৮ নম্বরের সিমেন্ট বোঝাই একটি ট্রাক কালভার্টের নীচে খাদে মুখ থুবড়ে পড়ে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর ওই রাস্তায় সংঘটিত দুর্ঘটনার খবর থানায় আসে। খবর পেয়ে এসডিআরএফ-এর দল দল নিয়ে অকুস্থলে ছুটে যান তিনি। পরে পরিস্থিতি দেখে নিয়ে আসা হয় এসকেভেটর (জেসিবি)। রাতেই স্থানীয় মানুষজনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাককে জেসিবি লাগিয়ে তোলা হয়। পরে ট্রাকের ভিতর থেকে রক্তাক্ত তিনজনকে উদ্ধার করে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে মৃতদের আজ সকালে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ওসি তেরন জানান, মেঘালয় থেকে প্রায় ৫০০ ব্যাগ সিমেন্ট বোঝাই করে লরিটি ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার উদ্দেশে যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আসিমগঞ্জের কোণাগাঁও এলাকায় বাইপাস সড়কের কালভার্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীচে ঝুলে পড়ে। এতে তিন জনের মৃত্যু হয়। তবে দীপঙ্কর বৈদ্য নমের একজন বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছেন। তিনি জানান, লরি দুর্ঘটনায় মৃত চালক ও সহ চালক দুজনে সম্পর্কে ভাই। আজ সকালে মৃতদের পরিজনেরা দুর্ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বেড়েই চলেছে জ্বালানি তেলের দাম। মঙ্গলবার দেশের পেট্রোল-ডিজেলের দামে রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে। এদিন পেট্রোল ও ডিজেল দুটি জ্বালানি তেলের দামই ৩৫ পয়সা করে বেড়েছে। এই নিয়ে টানা তিনদিন ধরে বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম।

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন জানিয়েছে, দিল্লিতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৮৬ টাকা ৯৫ পয়সা থেকে বেড়ে ৮৭ টাকা ৩০ পয়সা হয়েছে। অন্যদিকে রাজধানীতে ডিজেলের দাম ৭৭ টাকা ১৩ পয়সা থেকে বেড়ে ৭৭ টাকা ৪৮ পয়সা হয়েছে। বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম আবার আরও বেশি। সেখানে পেট্রোলের দাম বেড়ে লিটার প্রতি হয়েছে ৯৩ টাকা ৮৩ পয়সা। অন্যদিকে ডিজেলের দাম হয়েছে লিটার প্রতি ৮৪ টাকা ৩৬ পয়সা।

কলকাতায় পেট্রোল ও ডিজেল দুটোরই দাম ৮০-র উপরে। পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৮৮ টাকা ৬৩ পয়সা ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮১ টাকা ৬ পয়সা। অন্যদিকে চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি বেড়ে হয়েছে ৮৯ টাকা ৭০ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ৮২ টাকা ৬৬ পয়সা।

গত ৬ জানুয়ারি থেকেই জ্বালানি তেলের দাম উর্ধমুখী। তার আগে মাসখানেক একই জায়গায় স্থির ছিল দাম। জানা গিয়েছে, বিশ্বে কোভিড টিকাকরণ শুরু হওয়ার পরেই ক্রুড অয়েলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আর এই ক্রুড অয়েলের দাম বাড়ার ফলেই জ্বালানি তেলের দামও বাড়ছে।

রাজ্যসভায় আজাদের বিদায়ে কাঁদলেন মোদী আবেগাপ্লুত রামদাস

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। রাজ্যসভায় গুলাম নবি আজাদ-সহ বিদায়ী সাংসদদের জন্য বক্তৃতা করার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কথা বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে যায় মোদীর, বারবার থামতে হয় তাঁকে। সামান্য জল খাওয়ার পর কথা বলতে শুরু করলেও, মনের কষ্ট লুকোতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। বারবার চোখ মুছতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

রাজ্যসভার বিদায়ী সদস্যদের জন্য মঙ্গলবার অধিবেশনের শুরুতেই বক্তব্য পেশ করেন চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। তারপর বক্তৃতা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গুলাম নবি আজাদের রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই বলেন, "আমি চিন্তিত, গুলাম নবিজির পরে যিনি এই আসনে বসতে চলেছেন, তাঁকে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। কারণ, নবিজি শুধু মাত্র দলীয় আদর্শের প্রতিনিধি ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশের একজন প্রতিনিধি। তিনি রাজ্যসভা ও দেশকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিতেন। একই কথা বলতে হয় শরদ পওয়ারকে নিয়েও।" তারপরেই হঠাৎ আবেগে ভেঙে পড়েন মোদী। বলেন, "সাংসদরা পরিবারের সদস্যদের মতো। তাঁদের এই ভবন ছেড়ে চলে যাওয়া মনে কষ্ট দেয়। তবে গুলাম নবি আজাদের মতো মানুষেরা সবসময় দেশের স্বার্থে তাঁদের অভিজ্ঞতাথেকে নানা পরামর্শ দেবেন, এই আশা রাখি।"

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীই নন, গুলাব নবি আজাদের রাজ্যসভা থেকে বিদায়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রধান রামদাস আঠওয়ালে। রামদাস বলেন, 'আপনাকে রাজ্যসভায় ফিরে আসতেই হবে। যদি কংগ্রেস আপনাকে না ফিরিয়ে আনে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রস্তুত রয়েছে। আপনাকে প্রয়োজন রয়েছে রাজ্যসভার।

ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন গৃহকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ঋণের দায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো আরো এক ব্যক্তি। আত্মঘাতী ব্যক্তির নাম নেপাল সরকার। বাড়ি এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নারায়ণপুরে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা দিনের-পর-দিন বৃত্তি পেয়ে চলেছে।

ঋণের দায়ে এবং মানসিক অবসাদে এসব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে।এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নারায়নপুর এলাকার বাসিন্দা নেপাল সরকার গত পরশু নিজ বাড়িতেই বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পরিবারের লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে নরসিংগর হাসপাতালে নিয়ে যান।অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।জিবি হাসপাতালে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই ব্যক্তি।ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে নেপাল সরকারের পত্র উত্তম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি হারিয়েছেন, তবু মনোবল ভাঙেনি, শখকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের ভুল নীতির কারণে চাকরি হারিয়েছেন ১০৩২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ চাকরি দাবিতে প্রতিবাদী হয়েছেন, আন্দোলনে নেমেছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকার করে শখকে আজ পেশা করেছেন এমনই এক চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা। মাটির প্রতিমা তৈরি করে অর্থ উপার্জনে নেমেছেন গৌরী সরকার দেব। এ-বছর তিনি ১০০টি সরস্বতীর মূর্তি বানিয়েছেন। এখন বাজারে বিক্রি করে সঠিক মূল্য পাওয়ার আশায় তিনি।

আগরতলার অরুন্ধতি নগর আইলমারা এলাকার বাসিন্দা চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা গৌরী বলেন, চাকরির পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বিপিএল পরিবারের ছিলাম, তাই শিক্ষিকার চাকরি পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন চাকরি হারিয়ে জীবনযাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, পাঁচ বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে তাঁর। মেয়ের ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রশ্নে রোজগার করতেই হবে। তাই, মূর্তি বানানো শুরু করেছি। তবে বাজারে পরিশ্রমের সঠিক মূল্য মিলবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ কাটছে না তাঁর।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের জন্য সংবিধানিক নিয়ম মেনে এবং আইনিভাবে নিয়োগের লক্ষ্যে বিভিন্ন দফতরে শূন্য পদ খুঁজে বের করেছে। ওই পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তবে নতুন নিয়োগ অনুযায়ী শর্ত মেনে পরীক্ষা দিতে হবে চাকরি প্রত্যাশীদের। তাতেই আপত্তি একাংশ চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকার। তাঁরা চাইছেন পুনরায় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে এবং অসাংবিধানিক ভাবে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হোক। এই দাবিতে তাঁরা লাগাতার আন্দোলন করছেন। শুধু তা-ই নয়, জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার মতলব আঁটছেন তাঁরা।

অথচ তাঁদেরই মধ্যে একজন চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা, সরকারের মোখাপেক্ষী না থেকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছেন। তাঁর এই সাহসী পদক্ষেপে আরও অনেককেই অনুপ্রাণিত হবেন বলেও মনে করা হচ্ছে। এ-ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সরকারের উচিত তাঁকে আর্থিক ভাবে সহায়তা করা।

কোভিড টিকাকরণে গোটা দেশে প্রথম বিহার, দ্বিতীয় ত্রিপুরা

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। কোভিড টিকাকরণে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। প্রথম স্থানটি দখল করেছে বিহাকর। ৬৫ শতাংশ কিংবা তার অধিক টিকাকরণ হয়েছে এমন ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তথ্য আজ সাংবাদিক তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আধিকারিক রাজেশ ভূষণ।

মঙ্গলবার এক সভায় তিনি বলেন, কয়েকটি রাজ্য কোভিড টিকাকরণে দারুণ কাজ করেছে। বাকি রাজ্যগুলিকে আরও ভালো কাজ করতে হবে। তাঁর কথায়, গোটা দেশে প্রথম পর্যায়ের টিকাকরণে ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৬৫ শতাংশ কিংবা তার অধিক কোভিড স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকাকরণে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, বিহার সবচেয়ে অধিক কোভিড টিকাকরণ করেছে। তার পরেই রয়েছে ত্রিপুরা। তিনি বলেন, বিহার ৭৮ শতাংশ, ত্রিপুরা ৭৭ শতাংশ এবং মধ্যেপ্রদেশ ৭৬ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মীদের কোভিড টিকাকরণে সক্ষম হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তরাখণ্ড ৭৩ শতাংশ, ওড়িশা ৭২ শতাংশ, মিজোরাম ৬৯ শতাংশ, হিমাচল প্রদেশ ৬৮ শতাংশ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মনোন্নয়ন ঃ জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। একলব্য স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসরুমে আরও মনযোগী, সহানুভূতিশীল, সৃষ্টিশীল করে গড়ে তুলতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইন কর্মশালা আজ শুরু হয়েছে।

আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে অনলাইনের মাধ্যমে এই কর্মশালার সূচনা করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীন ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রেসিডেনশিয়াল এডুকেশন্যাল ইনস্টিটিউশন সোসাইটি পরিচালিত একলব্য স্কুলগুলির ১০৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে চারটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ব্যাঙ্গালোরস্থিত সংস্থা ড্রিম এ ড্রিম এই কর্মশালার আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত।

কর্মশালার সূচনা করে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা। কারণ শিক্ষা সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্যের বিভিন্ন একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে ১০৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ২৮৫৬ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মানের এবং আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য প্রথম পর্যায়ে ঐ বিদ্যালয়গুলির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কের চৌমুহনীতে কালী মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের কের চৌমুহনীতে শিব কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল মন্দিরের সিসি ক্যামেরা খুলে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে শিব এবং কালির যাবতীয় সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে গেছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আবারও নতুন করে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। নিরাপত্তা বলয় এর মধ্যেই একের পর এক চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। গতকাল রাতেও রাজধানী আগরতলা শহরের কের চৌমুহনীতে শিব কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল মন্দিরের দুটি সিসি ক্যামেরা খুলে মন্দিরের গ্রিলের তালা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ল্যান্ডপোর্ট নির্মাণে বিএসএফ ও বিজিবি-র সহযোগিতা চেয়েছে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জিরো লাইন থেকে ১৫০ গজ ভেতরে ল্যান্ডপোর্ট নির্মাণে বিএসএফ এবং বিজিবি-র সহযোগিতা চেয়েছেন দুই দেশের ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি। মঙ্গলবার সিপাহিজলা জেলায় শ্রীমন্তপুরে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া-র চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্রা এবং ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান তারিকুল ইসলাম যৌথ কমিটির বৈঠকে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

এ-বিষয়ে বাংলাদেশ ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি-র চেয়ারম্যান তারিকুল ইসলাম বলেন, গতানুগতিক কার্যবিধির অন্তর্গত আজ দুই দেশের ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি বৈঠক করেছে। তাতে, নতুন সমস্যার প্রসঙ্গ উঠে আসেনি। পুরনো কিছু সমস্যা সমাধানের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, সীমান্তে জিরো লাইনে ১৫০ গজ ভেতরে নতুন কয়েকটি ল্যান্ডপোর্ট তৈরি করতে চাইছে বাংলাদেশ। তেমনি, ইন্ডিয়ান ল্যান্ডপোর্ট অথরিটিও অনুরূপ কিছু ল্যান্ডপোর্ট তৈরি করতে চাইছে। এ-ক্ষেত্রে বিএসএফ, বিজিবি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চাইছি আমরা।

সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব বর্ষ উদযাপনের পূর্বে ভারতের সাথে পুরনো রেল সংযোগ পুনরায় চালু হোক চাইছেন। সে-ক্ষেত্রে সড়কপথে যোগাযোগ শক্তিশালী করার সাথে রেলপথেও সংযোগ স্থাপন মজবুত করা হবে। এদিন তিনি জানিয়েছেন, শ্রীমন্তপুর ল্যান্ডপোর্ট তৈরির পদ্ধতি এবং পরিকাঠামো দেখতে এসেছি।

চাকমাঘাটে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার চাকমা ঘাট এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আটক যুবকের নাম গৌতম সরকার। তার বাবার নাম বুদ্ধি কান্ত সরকার। তাদের বাড়ি থেকে তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ডিএসপি সোনা চরণ জমাতিয়া সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ চাকমা ঘাটের বুদ্ধি কান্ত সরকারের বাড়িতে হানা দেয়।

ট্রাফিক ডিএসপি এর কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল চাকমা ঘাট এলাকার ভুট্টো সরকার নামে এক ড্রাগস ব্যবসায়ী তার স্ত্রীকে দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর স্টেশনে নাইজেরিয়ার দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে রেল পুলিশ ২ নাইজেরিয়ান যুবককে আটক করেছে। তারা আগরতলা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসের করে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।রাজ্যে আটক হলো আরো দুই নাইজেরিয়ান যুবককে। জানা যায় আগরতলা থেকে দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেসে করে তারা যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে রেল পুলিশ ধর্মনগরে তাদেরকে রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে আটক করেছে। তাদের কাছ থেকে ৪১ টি ডলার, ১ হাজার ভারতীয় টাকা, মোবাইল সেট এবং কিছু কাপড়চোপড় উদ্ধার হয়েছে। তবে তাদের কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। আটক দুই যুবকের নাম চোখুয়া ফ্রান্সিস এবং উমে ইফচাওখু। তাদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে বাংলাদেশের একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হীরা প্লাস উন্নয়নের দিকে এগিয়ে গেছে ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস' এটাই বর্তমান সরকারের কাজের মূলমন্ত্র। একে পাথেয় করে বর্তমান সরকার রাজ্যের সব অংশের সব জনগোষ্ঠীর মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করছে। উন্নয়নমূলক কাজের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ও একতা বজায় রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজন শান্তি ও সম্পীতির পরিবেশ বজায় রাখা। শান্তি ও সম্পীতির পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জম্পইহিল ব্লকের ভাঙ্গুন এডিসি ভিলেজে কৃষক জ্ঞান কেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভার্চুয়াল মাধ্যমে জম্পইহিলের ফুলডাংসাই-এ 'জোডাই' টুরিষ্ট লজেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী ভাঙ্গুনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে নবনির্মিত 'কৃষক জ্ঞান কেন্দ্রের' উদ্বোধন করেন।

এই উপলক্ষে ভাঙ্গুন ফুটবল মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সকলেই ভারতবাসী। এটাই আমাদের প্রধান পরিচয়। এর পরের পরিচয় আমরা ত্রিপুরাবাসী। আমরা সকলেই সমান। আর অন্য কোন পরিচয় যেন আমাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে না পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভেদ ভুলে শান্তি ও সম্পীতির পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর স্বচ্ছ ভারত গড়ার লক্ষ্যে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ভাঙ্গুন ইতিমধ্যেই স্বচ্ছতম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কামথানায় বাইক চালককে পিটিয়ে ঘায়েল করে অর্ধ লক্ষ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে প্রতিনিয়ত ছিনতাই এবং চুরির ঘটনা লেগে রয়েছে। তারপরও প্রশাসন সে বিষয়গুলো নিয়ে কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না এমনই অভিযোগ উঠছে। যার ফলে প্রত্যেকদিন চুরি ছিনতাই এর মতো অপরাধমূলক কাজগুলি করার পর পাড় পেয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীকারিরা।

সোমবার এমনই ঘটনা ঘটে মধুপুর থানাধীন কামথানার শিল চৌমুহনী এলাকার ফারুক মিয়ার সাথে। গতকাল সকাল দশটা নাগাদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে বিশালগড় এসবিআই ব্যাংকে জমা দেবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাইকে চড়ে কামথানা শীল চৌমুহনী এলাকায় আসতেই ফারুক মিয়াকে দুই দুষ্কৃতী আনোয়ার হোসেন ও রফিকুল ইসলাম পথ আগলে ধরে। দুই দুষ্কৃতী সঙ্গে সঙ্গে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকে ফারুককে। লাঠির আঘাতে মাটিতে পড়ে যায় বাইক চালক। লাঠি দিয়ে বাইকটি ভেঙে তছনছ করে ফেলা হয়। তখন ফারুক মিয়া চিৎকার করতে থাকলে চিৎকার শুনে সেই সময় উপস্থিত হন এলাকার লোকজন।

এলাকার লোকজন এগিয়ে আসতেই ফারুক মিয়ার ৫০,০০০ টাকা নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী। এলাকাবাসী এগিয়ে আসাতে প্রাণে বেঁচে যায় ফারুক মিয়া। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১২২ ◻ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◻ ২৭ মাঘ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অশান্তির হাতছানি

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে একদিকে যেমন গোটা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা সম্ভব ঠিক তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সংসার চুরমার হইয়া যাইতেছে। সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে সচেতন নাগরিকদের আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী এমনকি বিবাহিত পুরুষ মহিলারাও সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় এর সুবাদে নানা অবাঞ্ছিত সম্পর্কে জরাইয়া পড়িতেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সব সম্পর্ক বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে সমাজমাধ্যম আশীর্বাদ, না অভিশাপ? প্রযুক্তির হাত ধরিয়া সমাজমাধ্যমে বাড়িতেছে যৌন হেনস্থা ও অপরাধ। মতে না মিলিলে বা বিরুদ্ধস্বর মনে হইলে অপমান, কটূক্তি এমনকি ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি ছিলই। নিজের কাছে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়াইয়া প্রতিশোধ লইতেছে প্রাক্তন প্রেমিক।

সাইবার অপরাধের ভাষায় ইহা 'রিভেঞ্জ পর্ন'। ফেসবুক সংস্থার নিকট প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ এহেন দুষ্কৃতির অভিযোগ জমা পড়ে, তথ্য বলিতেছে। যাঁহারা ইহার শিকার হন, তাঁহাদের মানসিক ও সামাজিক পরিণতি অনুমান করিতেও আতঙ্ক হইতে পারে। কুপ্রস্তাব বা অর্থ দাবি হেতু সম্মানহানি; কর্মক্ষেত্রে অপযশ, বিচ্ছেদ মানসিক অশান্তির অন্ত থাকে না। চরম অবসাদ আত্মহননের দিকে লইয়া গিয়াছে, তেমন ঘটনাও বিরল নহে।কেহ বলিতে পারেন, অপরাধ যখন, অপরাধীকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলেই হয়! কিন্তু অভিযুক্তকে কাঠগড়ায় তুলিয়া দণ্ডবিধানেই সমস্যার পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্ভব নহে। কারণ, সমাজমাধ্যম তথা আন্তর্জালে একবার আসিয়া পড়িলে ছবি বা ভিডিয়ো অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। যাহার থাকা উচিত ছিল ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারবৃত্তে, আন্তর্জালে আসিয়া পড়িলে তাহাই বহু মানুষের শরীরী উত্তেজনার ইন্ধন হইয়া উঠে। সমাজমাধ্যমের চরিত্রই এমন, উত্তেজক ছবি ও ভিডিয়ো মুহূর্তে ছড়াইয়া পড়ে, গণহারে ডাউনলোড ও বিতরিত হইয়া সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে লইয়া যায়। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির নিকট অভিযোগ করিয়াও কাজ হয় না। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা, সমাজমাধ্যমে ঘটিয়া চলা অপরাধগুলির নজরদারিতে ও আইনি পদক্ষেপে তাহাদের নিজস্ব 'এজেন্সি' বা 'পোর্টাল' রহিয়াছে। অভিযুক্তের হদিশ পাইতে পুলিশ অনেক সময় তাহাদের সাহায্য চায় বা আপত্তিকর ছবি-ভিডিয়ো মুছিয়া দিতে বলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, উপযুক্ত সহযোগিতা মেলে না, অভিযোগ ঠান্ডা ঘরে পড়িয়া থাকে। সাইবার-আইনবেত্তাদের মতে, অধিকাংশ সমাজমাধ্যম সংস্থারই আইনি সহযোগিতা কাঠামোটি যথেষ্ট পোক্ত নহে। সমাজমাধ্যমে গ্রাহক ও প্রেরকের বার্তা বিনিময়ের প্রক্রিয়া 'এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন' হইলে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সেই বার্তা হাতে পাওয়া মুশকিল হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে কী করণীয়? আগাইয়া আসিতে হইবে রাষ্ট্রকেই। সাইবার-অপরাধের বিচারে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লঘু-গুরু যাবতীয় অপরাধের প্রতিকারে এইগুলিই ভরসা। কিন্তু সমাজমাধ্যমে অন্তরঙ্গ ছবি-ভিডিয়ো ছড়াইয়া দিবার ন্যায় কুকর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়া, গুরুতর যৌন অপরাধ বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। অপরাধের গুরুত্বকে মান্যতা দিলে অপরাধীর বিচারও কঠোর হইবে। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিকেও তাহাদের দায়বদ্ধতার কথা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমাজমাধ্যম-ব্যবহারকারীর সংখ্যায় ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির কাছে যথাযথ ও সুষ্ঠু আইনি সহায়তা এই দেশের প্রাপ্য। গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন দেশ কড়া আইন করিয়াছে, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনে বিপুল জরিমানা করিয়াছে, পদস্থ কর্তাকে জেলে পাঠাইতেও ছাড়ে নাই। ভারতও এই পন্থা বিবেচনা করুক। সমাজ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া যাইবে। সেই কারণেই সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে একদিকে যেমন জনগণকে সতর্ক হওয়া দরকার ঠিক তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ার বিপদজনক প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

মহাপুরুষ শংকরদেবকে 'সাহাব' বলে সম্বোধন সাংসদ বদরউদ্দিনের, অসমিয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র, বলেছে বিজেপি

গুয়াহাটি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রথমে গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র দখল, এর পর যথাক্রমে মিঞা মিউজিয়াম, মিঞা কবিতা, সভা-সমিতিতে আরবি ভাষায় ব্যানার-ফেস্টুন ব্যবহার করার পর এবার সেই মহাপুরুষ শংকরদেবকে 'সাহাব' বলে সম্বোধন করায় এআইইউডিএফ সুপ্রিমো তথা ধুবড়ির সাংসদ বদরউদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে বেজায় চটেছে অসম প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টি। রাজ্যের জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠনগুলোও বদরউদ্দিনের এ ধরনের ঔদ্ধত্বের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করায়ও তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র রূপম গোস্বামী।

মাত্র ৩৫ শতাংশ জনসংখ্যার বিশেষ এক সম্প্রদায় কর্তৃক বারবার বৃহত্তর অসমিয়া জাতির উপর আগ্রাসন কোনও অবস্থায় মেনে নেওয়া যাবে না। জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠনগুলোকেও নিজেদের জাতি সত্ত্বাকে রক্ষা করার খাতিরে মিঞা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান রূপম গোস্বামী।

মঙ্গলবার গণেশগুড়িতে প্রদেশ বিজেপির নির্বাচনি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে দলের প্রধান মুখপাত্র রূপম গোস্বামী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমল সম্প্রতি অসমিয়া জাতির প্রাণপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবকে 'সাহাব' বলে সম্বোধন করে সমগ্র জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। স্বনামধন্য মহাপুরুষ 'গুরুজনা'র প্রতি, বিশেষ করে জাতির প্রাণপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার চরম অপমানসূচক। কোনও স্বাভিমানী অসমিয়া এই অপমান সহ্য করতে পারবে, বলেন রূপম গোস্বামী। তিনি বলেন, আজ থেকে ৮০০ বছর আগে মোগলরা যেভাবে ভারতবর্ষে আক্রমণ চালিয়েছিল, সাম্প্রতিককালে ঠিক সেভাবেই পুনঃআক্রমণের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রদেশ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র গোস্বামী।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন থেকে এই রাজ্যে খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জাতি-জনজাতি, বাঙালি, মাড়োয়ারি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ মিলেমিশে বসবাস করছেন। কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করেনি বা একে অপরের কোনও ধরনের ক্ষতিও করেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে অবৈধভাবে অসমে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ভাবে আক্রমণ চালিয়ে আসছে। ১৯৭১ সালের বলে মুসলমানরা ভারতীয় হলেও, আজ পর্যন্ত তাঁরা অসমিয়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারেনি। রূপম গোস্বামী আরও বলেন, পূর্ববঙ্গীয় অর্থাৎ বাংলাদেশি মুসলমানদের মিঞা মিউজিয়াম, মিঞা কবিতা, আরবি ভাষায় ব্যানার-ফেস্টুন ব্যবহার করেন। তাদের এ ধরনের কার্যকলাপে অসমিয়া জাতির উপর আগ্রাসনের প্রকৃত চরিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশি মুসলমানদের এমন জাতি-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নীরব নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করে চলায় জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে কামান দাগেন প্রদেশ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র রূপম।

বঙ্গবন্ধু'—কে নিয়ে ইন্দিরাজি মঞ্চে উঠতেই স্লোগান উঠল, 'জয় বাংলা'

পঙ্কজ সাহা

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২। 'বঙ্গবন্ধু'-র ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন, এবং ১৯৭২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর কলকাতায় আসার দিন— এই দু'টি দিনের স্মৃতি আমার মনে আজও বিনিসুতোয় গাঁথা।

৬ ফেব্রুয়ারি এসে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কলাকাতায় ছিলেন। তার আগে, ১০ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ফেরেন স্বাধীন বাংলাদেশে। এই যাত্রাপথে বঙ্গবন্ধুর কলাকায় একবার নামার কথা হয়েছিল, এবং সেই অনুযায়ী সমস্তরকম প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। তাঁকে একঝলক দেখার জন্য দমদম বিমানবন্দরে বিপুল জনসমাগম হয়। এসব কথা এখন কারও স্মৃতিতে আছে কিনা না জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিতেও উজ্জ্বল। আমি তখন নেহাতই এক তরুণ বাংলাদেশপ্রেমী বেতার সাংবাদিক।

'আকাশবাণী'-র তরুণ কর্মী হিসাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর সময় আমি বাংলাদেশ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। তাই আমাকে বলা হল, দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর কলাকাতায় আসার বিষয়টি নিয়ে অনুষ্ঠান করতে। বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখালাম, মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা করার জন্য। মাইক ইত্যাদি প্রস্তুত। ধীরে ধীরে লোক জমতে শুরু করল। ক্রমে বিশাল জনসমাগম হল। স্লোগান উঠতে শুরু করল। 'শেখ মুজিব', 'জয় বাংলা' ইত্যাদি। তখন আমরা আউটডোরে রেকর্ডিংয়ের জন্য সোনি রেকর্ডার কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। আমি জনসমুদ্রের মধ্যে গিয়ে তাঁদের ছোটে ছোট মন্তব্য, মতামত, সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে লাগলাম। প্রায় সকলেই বললেন, তাঁরা অধীরে হয়ে আছেন, কখন তাঁরা শেখ মুজিবরকে দেখতে পাবেন, তাঁকে সম্মান জানাতে পারবেন। তখন 'বঙ্গবন্ধু' নামটি এখানে তেমন প্রচলিত হয়নি। সেই রেকর্ডিং -পরিক্রমায় ধরা, পড়ল, অনেকে এসেছে অনেক দূর থেকে, অনেকক্ষণ তাঁরা অপেক্ষা করছেন। বঙ্গবন্ধু যে বেঁচে আছেন তা -ও অনেকে বাবতে পারেননি। তাই তাঁকে একবার দেখার জন্য তাঁর ব্যাকুল। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা।

আমি যখন সমবেত জনতার মধ্যে ঘুরে ধুরে রেকর্ডিং করছি, তখন এক ভদ্রলোক আমাকে চিৎকার করে ডেকে বললেন, ''আপনি আকাশবাণী থেকে তো? আপনি এখনই প্রাউড কন্ট্রোল রুমে ছুটে যান। একটা খুব জরুরি মেসেজ আসবে, সেটা আপনাকে রেকর্ড করতে হবে।''

আমি বললাম, ''আপনি চলুন, আমি জায়গাটা চিনি না। আপনার পিছন-পিছন যাচ্ছি।''

তাঁকে অনুসরণ করে প্রাউন্ড কন্ট্রোল রুমে পৌঁছনোমাত্র আমাকে বলা হল, 'রেকর্ডার অন করে রাখুন, যে কোন মুহূর্তে মেসেড আসবে।'' কার মেসেজ, কোথা থেকে আসবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। মেশিন অন করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেকানে তখন অসম্ভব সকেল চুপ করে আছেন। বঙ্গবন্ধু কণ্ঠস্বরে, তাঁর আকাশবার্তায় আমরা যা শুনলাম, তার রেশ যেন কাটতেই চায় না বঙ্গবন্ধুর দেশের প্রতি ভালবাসা কতটা গভীর, তা এই বার্তায় স্পষ্টভাবে ফুটে আছে। সবচেয়ে আগে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করতে চান।

বাইরে বেরিয়ে এসে মঞ্চের মাইকের সামনে রেকর্ড করা বঙ্গবন্ধুর বার্তা বাজিয়ে শোনালাম। সমবেত জনতা হতাশ হলেন, কিন্তু তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেন না। শেষ মুজির দীর্ঘজীবী হোন, 'জয় বাংলা' ধ্বনি উঠল, আবার তার মধ্যে হতাশাও ফুটে উঠল। আমি সেই জনতার মধ্যে নেমে পড়ে তাঁদের

হতাশাকে নানা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আমার রেকর্ডারে ধরে রাখলাম। সেদিন সন্ধ্যায় একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে সবটাই প্রচার করলাম। নাম দিয়েছিলাম, 'প্রত্যাশা ও হতাশা'। বঙ্গবন্ধু সেই আকাশবার্তা ছিল সেই অনুষ্ঠানে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যে কথা -দিয়েছিলেন, সে কথা তিনি রাখলেন। কলকায় এলেন ৬ ফেব্রুয়ারি, দু'দিনের সফরে

১৯৭২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি স্মৃতি কখনও ভোলার নয়। চারদিকে একটা আবেদ, আনন্দ। কলকাতা যেন বাংলাদেশের বিজয় উৎসব পালন করছিল সেদিন। সব পথ ছিল ব্রিডেগমুখী। কলকাতার নানাদিক থেকে মিছিল এসে মিলছিল ব্রিগেডে। সারা কলকাতা যেন নেমে এসেছিল পথে। মহিলাদের এবং বয়স্ক মানুষকে বেশি করে দেখা যাচ্ছিল, তাঁরা চলেছেন ব্রিগেডের দিকে। রাজনৈতিক মিটিং-মিছিল যে-সব মানুষকে সাধারণত দেখা যায় না, তাঁদেরই বেশি করে দেখা যাচ্ছিল। এক-একটি পরিবারের সব সদস্য একসঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ব্রিগেড। বিভিন্ন জেলা থেকে স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছিল, যাতে জেলার লোক ব্রিগেডের সভায় আসতে পারেন। শুনেছি এটা ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে করা হয়েছিল। অংশুমান রায়ের গানের ক্যাসেট 'শোনা একটি মুজিবুরের থেকে' কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না, সব বিকরি হয়ে গিয়েছে। চৌরঙ্গি অঞ্চলে দোকানে -ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হচ্ছিল বাংলাদেশও ভারতের মিনিয়েচার পতাকা। বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরার মুখ আঁকা টি-শার্ট। বঙ্গবন্ধু ছবি দিয়ে ছাপানো পোস্টার দেদার বিক্রি হচ্ছিল। কলকাতায় সেদিন যেন এক উৎসবের দিন।

মহিলাদের মতো যখন লালপাড় শাড়ি পড়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মুজিবকে নিয়ে মঞ্চে ওঠেন, তখন সামনে বসে থাকা মহিলারা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন। 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', জয় ইন্দিরা' স্লোগান ওঠে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাকিস্তানও আমেরিকাকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কথা বলেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে কোনও জাতি এত রক্ত দেয়নি, যা দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। মঞ্চে উপবিষ্ট ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনি, আপনার সরকার, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সর্বোপরি ভারতের জনগণ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা আপনাদের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ থাকব। আমাদের সম্পর্ক সবমসয় অটুট থাকবে। বলেছিলেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি কলকাতাকে ঘিরে, তাঁর বেড়ে -ওঠো কলকাতাকে ভিত্তি করেই। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ভাষণ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিল। ওই বিশাল জনতা যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় খুব গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেন, 'আকাশবাণী'-র কথা। বলেছিলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে কলকাতা আকাশবাণীর অবদান তাঁর কখনও ভুলবেন না। ইতিহাসে এই অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ, যুদ্ধের সময় 'আকাশবাণী' ছিল যেন মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোদ্ধা। প্রেরণা। তিনি যে 'আকাশবাণী'র ভূমিকার কথা বলতে ভোলেননি, তা বিশেষভাবে সেদিন লক্ষ করেছিলাম।

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর ভরাট, উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রাথের কবিতা শুনে জনতা হাততালি দিয়ে ওঠে, এবং একটু পরে-পরেই বলতে থাকে, মুজিব সাহেব, আরেকটি কবিতা বলুন, আরেকটি কবিতা। বঙ্গবন্ধু একটু হেসে জনতার আর্জি মঞ্জুর করে আবার রবীন্দ্রাথের কোনও কতিবার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। জনতা কিছুক্ষণ পরে আবার অনুরোধ করে বঙ্গবন্ধুকে কবিতা বলার জন্য। আমি সেদিন লক্ষ করেছিলাম, এবং সব কবিতাই রবীন্দ্রনাথের। বুঝতে পারছিলাম, বঙ্গবন্ধু কবিতা ভালবাসেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও কর্মের মূল প্রেরণা।

সেদিনের সভায় ইন্দিরা গান্ধীর গলায় ছিল বিনয় এবং সৌজন্যের সুর। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, ভারত বাংলাদেশের জন্য এমন কিছুই করেনি, যার দরুণ খুব বাহবা পেতে পারে। ভারত কর্তব্য পালন করেছে মাত্র। ভারত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিয়েছে, এর জন্য বারবার জাতীয় আন্দোলন ব্যাহত হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

মনে পড়ছে, সেদিন আমি আমার ধারাভাষ্যে এক সময় বলেছিলাম, এই ব্রিগেডেই আজ থেকে ৬৪দিন আগে ইন্দিরা গান্ধী সভা করেছিলেন, এবং সেই দিনই পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। এ -ও মনে পড়ছে, কয়েকটি সুন্দর সমবেত সংগীত পরিবেশত হয়েছিল সেই সভায়। সংগীতশিল্পীদের জন্য আলাদা একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, শিল্পীরা গীতবিতানের শিল্পী ছিলেন বালেই মনে পড়ছে, আর তাঁদের পোশাকে দুই দেশের পতাকার রঙের প্রতিফলন ঘটেছিল।

কলকাতার বিশিষ্টজনরা কী ভাবছেন, তা সেদিন আমার জানার সুযোগ হয়, 'আকাশবাণী'-র জন্য একটি অনুষ্ঠান তৈরি করতে গিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শেষ হতেই 'আবাশবাণী'-র এক গাড়ির চালক আমার কাছে এসে 'আকাশবাণী'-র মুক্তিযুদ্ধকালীন স্টেশন ডিরেক্টর দিলীপ সেনগুপ্তর পাঠানো একটি চিরকুট আমার হাতে ধরিয়ে দিল। তিনি আমাকে জরুরি তলব করেছেন। 'আকাশবাণী' ভবনে ফিরে তাঁর ঘরে যেতেই তিনি বললেন, ''তোমাকে ডেকে পাঠালাম, কেননা দিল্লিতে, ভারত-বাংলাদেশ দুই সরকারের স্মতিতে ঠিক হয়েছে, আজ কলকাতা-সফররত শেষ মুজিবুর, রহমানকে সম্মান জানানোর জন্য 'আকাশবাণী' কলকাতা থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচারণ করা হবে, সেটি বাংলাদেশ বেতার রিলে করবে। তার মানে দুই দেশের দুই প্রধান বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানটি একই সঙ্গে সম্প্রচারিত হবে। হাতে সময় খুব কম। দ্রুত একটা মনে রাখার মতো অনুষ্ঠান করতেহবে। তাই তোমাকে ডেকে আনলাম, তোমাকেই করতে হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি, এখনই লেগে পড়ো। বুঝলাম এই বিশেষ দিনে আমার সামনে একটা খুব বিশেষ দিনে আমার সামনে একটা খুব চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়াল। মনে মনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। মাথায় খেলে গেল অনুষ্ঠানটির একটি নাম। 'শেষ মুজিবের বাংলাদেশের প্রতি। ঠিক করলাম। ইতিহাস, বিজ্ঞান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা এই বাংলার প্রধান, তাঁদের নিয়ে অনুষ্ঠানটি করব। এক -এক করে সবাইকে ফোনে যোগাযোগ করে কাঁধে সোনি সাউন্ড রেকর্ডার নিয়ে যখন বেরচ্ছি তখন মিত্র দাঁড়িয়ে আছেন। নাটক থেকে তাঁকেই ঠিক করেছি, ফোনে কথা হয়ে গিয়েছে তাঁর সঙ্গে যে আমি তাঁর কাছে রেকর্ডিং করতে যাব। শম্ভু মিত্রর কাছে গিয়ে বললাম, 'এ কী শম্ভুদা আপনি এখানে। আমি তো আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম রেকর্ডিং করতে। শম্ভু মিত্র বললেন, আজ কি তোমার যাওয়ার দিন না, আমার আসার দিন? বঙ্গবন্ধু কলকাতায়, কলকাতায় যেন এক উৎসব, এক দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে, দুই বাংলা এক হয়ে গিয়েছে। শম্ভু মিত্রর কথায়ও সেই ফুটে উঠল। শম্ভু মিত্রকে স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে রেকর্ড করলাম। তিনি বাংলাদেশ সৃষ্টিকে ইতিহাসের এক বিরাট ঘটনা বলে বর্ণনা করলেন। এই জয় সার্বিকভাবে বাঙালির জয় একথা বললেন মঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার কণ্ঠে দান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করব। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী গানটি অনুষ্ঠানের জন্য বেছেছি জেনে খুব খুশি হয়ে বললেন, আমিও এই গানটির কথাই ভেবেছি। গানটির রেকর্ডিং শেষ হলে বললেন, আজ বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানের জন্য গানটি রেকর্ড করতে গিয়ে যেন অন্য এক তাৎপর্য গানটি আমার কাছে ধরা পড়ল। এরপর যে দুই বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে গেলাম, তাঁরা বললেন, একেবারে ভিন্ন ধরনের ধাক্কা দেওয়ার মতো কথা। প্রথমে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে গেলাম। তাঁর মতো জিনিয়াস আমাদের দেশে খুব কমই জন্মেছেন। তিনি বললেন, আমি বাংলাদেশকে খুব বালভাবে জানি, সেখানকার মানুষকে ভাল করে চিনি। আমি দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববদ্যিালয়ে পড়িয়েছি। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে না। ওদেশেরই একদন মানুষ অশান্তি ডেকে আনবে। এরপর গেলাম ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে। ভারতের সবচেয়ে সৎ ও সবচেয়ে বড় ইতিহাসবিদ বলে আমি তাঁকে মনে করি। তিনি বললেন, আমি বহু বছর বাংলাদেশের পরিবেশ বেশিদিন শান্ত থাকবে না। নিজেদের মধ্যে কলহ শুরু হবে। সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেবে, অসাম্প্রদায়িক যে মনোভাব প্রাথমিকভাবে আছে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে। বাংলাদেশে মিলিটারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, বাংলাদেশের মাটি রক্তাক্ত হবে। শেষ মুজিবুর রহমানের উপর আক্রমণ আসবে, তাঁর জীবনও চলে যেতে পারে। আমি তো রেকর্ডিং করতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছি। ভাবছি, এসব কথা আজ কীকরে সম্প্রচার করব।

আকাশবাণী ভবনে ফির এসে স্টেশন ডিরেক্টরকে সব বললাম। তিনি সব শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বললেন জানি না তুমি কী করবে, কিন্তু ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ড. রমেশন্দ্র মজুমদার কারও একটা লাইনও তুমি বাদ দিতে পারো না, কেননা একজন দেশের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক, অন্যজন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক। এই বিশেষ অনুষ্ঠান শেষ মুজিবর রহমান নিজে রাজভবনে বসে শুনবেন। তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য অনুষ্ঠান, তাঁর কর্মসূচি অনুযায়ী প্রচারের সময় টিক করা হয়েছে। জানি না এরপর তোমার চাকরি রাখা যাবে কি না।

মনে আছে, অনুষ্ঠানে ওই দু'জনের বক্তব্য দেওয়ার আগে আমি ভাষ্য করেছিলাম, এই দুই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব শুধু জ্ঞানী নন, তাঁরা কালজ্ঞ, বহুদূর পর্যন্ত সময় তাঁরা দেখতে পান, তাই তাঁরা সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষকে সতর্ক করছেন, ইতিহাস যেন সেদিকে না যায়। এই বলে বক্তব্য দু'টি অনুষ্ঠানে দিয়ে দিই। সেই অনুষ্ঠান নিয়ে তখন নানা মতামত পাওয়া গিয়েছিল, না, আমার চাকরি যায়নি। পরের দিন রাজভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধর সঙ্গে দেখা করার ,তাঁকে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ হয়েছিল। ভয়ে ভয়ে 'আকাশবাণী'-তে প্রচারিত আমার ওই অনুষ্ঠানের কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'শুনেছি অনুষ্ঠান, ভাল লেগেছে আমার। এখানকার এত বড় বড় সব মানুষ আমার দেশের কথা বলেছেন, এ তো আমাদের গর্বের বিষয়।

বিশেষ তাৎপর্যের যা, তা হল, অতদিন আগে ওই দুই প্রজ্ঞ ব্যক্তি ড. রমেশনচন্দ্র মজুমদার এবং ড. সত্যেন্দ্রনাথ বসু যা বলেছিলেন—ইতিহাসে তা সিত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় কের চৌমুহনীতে কালীমন্দিরে চোরের দল হানা দেয় সোমবার রাতে। ছবি নিজস্ব।

হুগলিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ বিজেপি নেতা প্রবীর ঘোষালের

হুগলি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হুগলির কানইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ।কোন্নগর স্টেশন থেকে পার ডানকুনি দিল্লীরোড পর্যন্ত প্রায় চার কিমি রাস্তা গত তিন বছর ধরে বেহাল।চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে।সেই রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবীতে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার তৃনমুল ত্যাগী বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল।

প্রবীর বাবু অভিযোগ করেন,নির্বাচনের আগে লোক দেখানো কিছুটা মেরামতি হবে।আসলে সরকারের কাছে টাকা নেই।দান খয়রাতি করে সব টাকা শেষ করে এখন মানুষের উন্নয়নের কাজ করতে পারছে না।উত্তরপাড়া জল প্রকল্প নিয়ে গতকাল এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম।সেই প্রকল্প আদৌ এই সরকার করতে পারবে না বলে দাবী প্রবীর ঘোষালের।১৭৬৩ কোটি টাকার এই জল প্রকল্পের জন্য এখনো পর্যন্ত চারশ কোটি টাকা এসেছে।যারমধ্যে ১৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রের আর ১৫০ কোটি এশিয়ান ডেভালপমেন্টের। ঠিকাদাররা টাকা পাচ্ছে না বলে কাজ থমকে আছে।একমাত্র বিজেপি সরকার এলে তবেই জল প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।১৭৬৩ কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে সেটা ববি হাকিমও জানে না মুখ্যমন্ত্রীও জানে না।এইসব ধাপ্পাবাজি মানুষ সব বোঝে ভোটের রাজনীতি হচ্ছে বলেও অভিযোগ প্রবীর বাবুর। শ্রীরামপুর সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় বলেন,কালকে মন্ত্রী ফিরহাদ নিজেই ছিলেন।১৭৬৩ কোটি টাকা অনুমোদন হয়ে গেছে।যত জল সরবরাহ হবে তার ৭০ শতাংশ কাজ হয়ে গেছে।এই জলটা দেওয়া শুরু হবে এতে কার অসুবিধা হচ্ছে।দশটা লোকও যদি উপকার পায় তাহলে কার কি অসুবিধা আছে।জল প্রকল্পের পাইপ ঢুকছে বলে কানাইপুরে রাস্তার কাজ থমকে আছে।এই কাজ চলবে থামবে না।গা জলছে কেন বিধাকের।উনি কোনো কাজ করেননি।সব কাজ আমি করিয়ে নিয়ে এসেছি।এমন অভিযোগও উঠেছে ওনার পরিবারের সদস্য যারা ঠিকাদার ছিলো তারা সেচ দপ্তরের ঠিকাদারী করেছে।

কানাইপুর প্রধান আচ্ছেলাল যাদব বলেন,বিধায়ক নতুন দলে যোগ দিয়েছেন এখন ওনাকে কিছু দেখাতে হবে তাই বাইরে থেকে পঞ্চাশটা লোক নিয়ে এসে বিক্ষোভ করছেন।মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ভুল বুঝিয়ে টিকিট নিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন।বিজেপিকেও ভুল বুঝিয়ে টিকিট নিতে চাইছেন সেটা হবে না।বিজেপি তাকে টিকিট দেবে না।

রথযাত্রাকে উপহাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালনা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপি-র রথযাত্রাকে কালনার জনসভায় ব্যঙ্গ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "সব বহিরাগত। একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়ি তো নয়, ওর মধ্যে হোটেল। এর পর একটা বাড়িতে গিয়ে খাবে। ফাইভ স্টার হোটেল থেকে খাবার এনে খাচ্ছে, আর বলছে, ছবি তুলুন। আপনারা পুকুরের জল খাবেন, টিউবওয়েলের জল খাবেন, আর ওরা হিমালয়ান ওয়াটার খাবে। যা ছিল বাম, তাই হয়েছে শ্যাম। তাদের নেইকো কোনও দাম।" রথযাত্রা এবং বাংলা সফরে এসে কখনও কৃষক আবার কখনও মতুয়া পরিবারে বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যাহ্নভোজ ইস্যুতেও আরও একবার তোপ দাগলেন তিনি।

বহিরাগত তত্ত্বকে উসকে বিজেপির বিরুদ্ধে আরও একবার টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, "ভোটের সময় অনেকেই এসে অনেক প্রতিশ্রুতি দেবে। টাকা দেবে। দিলে টাকা নিয়ে নেবেন। কিন্তু ভোটটা দেবেন তৃণমূলে। কারণ ওই টাকা ওদের নয়। আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের টাকা। টাকা দিলে টাকা নেবেন। খেয়ে নেবেন। আর ভোট বাক্সে গিয়ে উলটে দেবেন। ত্রিপুরায় গিয়ে দেখে আসুন। ওখানে বাঙালিরা ভোট দেওয়ার পর কাঁদছে। অসমে দেখুন এনআরসি'র নামে কীভাবে অত্যাচার হচ্ছে।"

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হলে কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই ইস্যুতেও সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "বলেছিল ১৫ লক্ষ টাকা দেবে, দিয়েছে? পেয়েছেন? এ বারও আসবে। অনেক প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু সে সবে কান দেবেন না।"

তৃণমূলে যোগ দিলেন সদ্য প্রাক্তন পুলিশকর্তা হুমায়ুন কবীর

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শেষ পর্যন্ত জল্পনামত কালনায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় তৃণমূলে যোগ দিলেন সদ্যপ্রাক্তন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবীর। তাঁর স্ত্রী অনিন্দিতা দাস কবির মাত্র কয়েক মাস আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।

কর্মজীবনে ৪ মাস বাকি থাকতেই গত ১ ফেব্রুয়ারি অবসর নেন তিনি। কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন ব্যক্তিগত কারণেই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিলেন তিনি। সে সময় থেকেই জল্পনা ছিল, রাজনীতিতে নাম লেখাতে পারেন হুমায়ুন কবীর। সেই জল্পনা সত্যি করেই এদিন কবীর যোগ দিলেন তৃণমূলে।

২০০৩ সালের ব্যাচের আইপিএস হুমায়ুন কবীর। একদিকে যেমন দাপুটে পুলিশ, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চাও করেন তিনি। বহুদিন ধরেই নানান পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করছেন তিনি। ২০১৮ সালে একটি সিনেমাও পরিচালনা করেন। কর্মজীবনে একাধিক জায়গায় কাজ করেছেন তিনি। মুর্শিদাবাদে পুলিশ সুপার পদে থাকার পরে তাঁকে বদলি করা হয় ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি (সদর) পদে। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি যোগ দেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদে। এরপরে তিনি চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার পদে যোগ দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও একসময় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন হুমায়ুন কবীর। পুলিশ জীবনে রীতিমতো দাপটের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে হাতকাটা দিলীপকে গ্রেফতার করেছিলেন তিনিই।

মালদ্বীপে করোনাভাইরাসের টিকা দিতে নার্স পাঠাবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মালদ্বীপে করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে নার্স পাঠানো হবে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন। তিনি বলেন, মালদ্বীপে দেশি ও বিদেশি সবাইকে সরকারি খরচে কোভিড টিকা দেওয়া হবে। এ জন্য আমরা ওই দেশে কিছু নার্স পাঠাব।

মঙ্গলবার ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সফররত মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহীদের সঙ্গে আলোচনার পর ড় মোমেন এ কথা জানিয়ে বলেন, আমরা অনেকগুলো বিষয়ে একমত হয়েছি। এর মধ্যে ম্যানপাওয়ার চুক্তি ও দুই দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি রয়েছে। বাণিজ্য বৃদ্ধি, কানেকটিভিটি, শিপিং লাইনসহ অন্যান্য সহযোগিতার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহীদ বলেন, বাংলাদেশের কর্মীরা মালদ্বীপে অবদান রাখছেন। করোনা মহামারির মধ্যে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি। মালদ্বীপে যেসব বাংলাদেশি অনিবন্ধিত আছে তাদের নিবন্ধিত করা এবং যারা ফেরত আসতে চায় তাদের ফেরত আনার জন্য সহযোগিতার ওপর জোর দেন আবদুল্লাহ শহীদ। প্রসঙ্গত, সোমবার চারদিনের বাংলাদেশ সফরে ঢাকা আসেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহীদ।

ছাত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে শিক্ষকের বাড়িতে তাণ্ডব জনতার

কাটোয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এক ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগে তুমুল অশান্তি হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার মণ্ডলহাটে। সোমবার রাতে সন্দেহের বশে কাটোয়া রাজমহিষী দেবী উচ্চ বিদ্যালয়ের পার্শশিক্ষক রমেন তালুকদার নামে ওই শিক্ষকের বাড়ি ঘেরাও করে ব্যপক ভাঙচুর চালায় স্থানীয়রা। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে বাঁচতে বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে জখম হন শিক্ষক। তাঁর কোমর ও হাত ভেঙে গিয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রমেনবাবুকে উদ্ধার করে। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সূত্রের খবর, সোমবার বছর ১৯-এর এক তরুনীকে বাইকে চাপিয়ে রমেনবাবু দাঁইহাট মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় বেশ কিছু যুবক তাঁদের পথ আটকায়। ওই তরুণী কাটোয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। রমেনবাবুর কাছে পড়তেন। অভিযোগ, রমেনবাবুর সঙ্গে ওই তরুণীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহে তখন একদফা ওই শিক্ষককে হেনস্তা করে যুবকরা। তাঁরা ছাত্রীর বাড়িতেও জানায়। তার পর বেশকিছু লোক জড়ো হয়ে তাণ্ডব শুরু করে রমেনবাবুর বাড়িতে। ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সেইসময় রমেনবাবু প্রাণ বাঁচাতে ছাদে থেকে ঝাঁপ দেন।

শিক্ষকের স্ত্রী সুচিত্রাদেবীর দাবি, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে স্থানীয়রা তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করা হয়।

এসপ্লানেডে বামপন্থী মহিলাদের আইন অমান্য

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বামপন্থী, গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মহিলা সংগঠনসমূহের ডাকে মঙ্গলবার কলকাতায় এসপ্লানেডে আইন অমান্যের ডাক দেওয়া হয়। বামেদের সঙ্গে এতে অংশ নেয় কংগ্রেসও।

কর্মসংস্থান, সমকাজে সমমজুরি, নারী নির্যাতন বন্ধ ও দোষীর শাস্তি, ভুখা পেটে রেশন, জাত-ধর্মের বিভেদ বন্ধ প্রবৃতি দাবিতে ছিল এদিনের বিক্ষোভ সমাবেশ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এদিনের আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা সারা ভারত মহিলা গণতান্ত্রিক সমিতির (এআইডিডব্লুএ) সম্পাদক কণীনিকা বোসঘোষ, সংগঠনের সভানেত্রী অঞ্জু কর, প্রাক্তন সাংসদ তথা এআইডিডব্লুএ-র সর্বভারতীয় সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, কংগ্রেসের সুব্রতা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গ পাখির চোখ বিজেপির জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া মমতা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অল্প সময়ের মধ্যে উত্তরবঙ্গে একাধিক পর্যায়ে সফর করছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অন্যদিকে, উত্তরকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে পদ্ম শিবির।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে রথ আসবে। উত্তরবঙ্গে ১১ ফেব্রুয়ারি যে রথযাত্রার সূচনা হবে কোচবিহারে। সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রথ থাকবে কোচবিহারে। ১৪ ফেব্রুয়ারি রথ এসে পৌঁছবে আলিপুরদুয়ারে। সেখানে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রথ থাকবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি রথ পৌঁছবে জলপাইগুড়ি জেলায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রথযাত্রা হবে জলপাইগুড়িতে। তারপর সেই রথ ২০ ফেব্রুয়ারি এসে পৌঁছবে শিলিগুড়িতে।

২১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে বড় জনসভার ডাক দিয়েছে বিজেপি। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং। থাকতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্ব। বাঘাযতীন পার্কে ওই সভা হবে। রথযাত্রার অঙ্গ হিসেবেই এই সভা হবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রথ পৌঁছবে উত্তরদিনাজপুর জেলায়। দক্ষিন দিনাজপুরের দিনক্ষন এখনও চূড়ান্ত হয়নি।শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে রথযাত্রার সূচি সোমবার ঘোষণা করেন বিজেপির উত্তরবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত অবজার্ভার সায়ন্তন বসু।

উত্তরবঙ্গে গত লোকসভা নির্বাচনে ভাল ফল করেছিল গেরুয়া শিবির। ৮টির মধ্যে ৭টি আসন জেতে পদ্ম শিবির। বাম-কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দেয় বিজেপি। আসন্ন একুশের লড়াইতেও সেই ঝড় অব্যাহত থাকবে বলে দাবী গেরুয়া শিবিরের। তাই উত্তরকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে পদ্ম শিবির। ইতিমধ্যেই একাধিকবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বৈঠক করে গিয়েছেন শিলিগুড়িতে।

পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও হারানো জমি পুনরুদ্ধারে উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে গিয়েছেন। ফের আসছেন মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরে। উত্তরবঙ্গ সফর করেছেন তৃণমূলের যুবরাজ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ও। তবে কোনওভাবেই রাশ আলগা করতে চাইছে না গেরুয়া শিবির।

মা তারাকে বেনারসি শাড়ি উৎসর্গ জেপি নাড্ডার

তারাপীঠ, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মা তারাকে বেনারসি শাড়ি উৎসর্গ করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার সকাল থেকে তারাপীঠে মা তারার মন্দিরে ভিড় ছিল একাধিক বিজেপি নেতার। এদিন দুপুর তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি। আপাতত ডালিয়া, জবাতেই ভরসা রাখতে হল বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডাকে। কারণ শীতকালে পদ্ম ফুল কম ফোটে, তাই বিজেপি সভাপতির পুজো দেওয়ার জন্য পদ্ম ফুলের মালা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

তারাপীঠ মন্দির কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, জে পি নাড্ডার পুজোর জন্য অপরাজিতা, ১০৮টি জবা এবং একটি বড় ডালিয়া ফুলের মালা রাখা হয়েছিল। তবে পুজো ডালার মধ্যে অন্যান্য ফুলের সঙ্গে পদ্ম ছিল। মন্দিরের তরফে তাঁকে তারাপীঠের ইতিহাস নিয়ে লেখা ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার বই তুলে দেওয়া হয়। একা জে পি নাড্ডা নন, এদিন তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন মুকুল রায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৈলাস বিজয়বর্গীয়র মতো নেতারা। জে পি নাড্ডা আসবেন বলে তারাপীঠ মন্দিরে সাধারণ ভক্তদের পুজো দেওয়াও বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। মোট পাঁচ জন পুরোহিত মিলে এদিন জে পি নাড্ডার পুজো করান।

এদিন থেকেই বীরভূমে বিজেপি-র পরিবর্তন রথযাত্রার সূচনা হল। তারাপীঠ থেকেই সেই রথযাত্রার সূচনা করেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের অন্যান্য নেতারাও। সেই সুযোগেই তারাপীঠের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন মুকুল রায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কয়েকজন নেতা।

অভিনেতা ডিরেক্টর রাজীব কাপুর প্রয়াত

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাপুর পরিবারে আবারও শোকের ছায়া। ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর এখনও এক বছর হয়নি, আচমকাই প্রয়াত হলেন ঋষির ভাই রাজীব কাপুর। সূত্রের খবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন 'রাম তেরি গঙ্গা মৈলি' খ্যাত অভিনেতা এবং ডিরেক্টর রাজীব কাপুর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। ঋষি কাপুরের স্ত্রী নীতু কাপুর সর্বপ্রথম রাজীবের প্রয়াণের দুঃসংবাদ জানান।

ঋষি কাপুরের দাদা রনধীর জানিয়েছেন, 'অনেক চেষ্টা করেও রাজীবকে বাঁচানো গেল না।' এক বছরের মাথায় দুই ভাইকে হারিয়েছেন রনধীর। অভিনেতার কথায়, "আমি আমার ছোট ভাইকে হারালাম। সে আর আমাদের মধ্যে নেই। চিকিসৎকরা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছু করা গেল না।" ঋষি কাপুরের স্ত্রী অভিনেত্রী নীতু ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, 'আত্মার শান্তি হোক।' উল্লেখ্য, 'রাম তেরি গঙ্গা মৈলি', "এক জান হে হাম" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন রাজীব কাপুর।

শক্ষক নিয়োগের দাবিতে এবার নবান্ন অভিযানের ডাক প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চের

কলকাতা,৯ ফেব্রুয়ারি (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনের আগেই ফের পথে নেমেছে হবু শিক্ষকরা। মঙ্গলবার মানবিক সহ প্রতিবন্ধী ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া সহ একাধিক দাবি নিয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দিল ঐক্য মঞ্চ।

হবু শিক্ষকেদর দাবি, মানবিক সহ প্রতিবন্ধী ভাতার পরিমাণ মাসিক ৫০০০ টাকা, বিনা ভাড়ায় বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, দৃষ্টিহীন মুকবধির মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল, বিশেষ স্কুলগুলোতে শূন্য পদ পূরণ এবং ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষক নিয়োগ ১৮ দফা দাবি নিয়ে এদিন নবান্ন অভিযান করে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্য মঞ্চ। সুবোধ মল্লিক স্কয়ার থেকে শুরু হয় মিছিল। তবে সম্পূর্ণ নবান্ন পর্যন্ত তাদের মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়নি প্রশাসনের তরফ। রানী রাসমণি এভিনিউ পর্যন্ত মিছিল যাওয়ার পরে তা আটকে দেওয়া হয়। যার জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় রাস্তায় ভোগান্তি হয় নিত্যযাত্রীদের।

হিন্দুস্তানি মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করি ঃ গুলাম নবি

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): খুব সম্প্রতি সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা থেকে অবসর নিতে চলেছেন কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ। রাজ্যসভা থেকে বিদায় বেলায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতার। রাজ্যসভা থেকে বিদায় ভাষণে মঙ্গলবার গুলাম নবি আজাদ বলেছেন, 'হিন্দুস্তানি মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করি।'

এদিনই রাজ্যসভায় গুলাম নবি আজাদ-সহ বিদায়ী সাংসদদের জন্য বক্তৃতা করার সময় আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে বক্তব্য রাখার সময় গুলাম নবি আজাদ বলেন, 'আমি সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন, যিনি কখনও পাকিস্তানে যাইনি।

অবসরপ্রাপ্ত আইএএস রাজীব বরাকে এপিএসসি-র নয়া চেয়ারম্যান পদে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল

গুয়াহাটি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এপিএসসি)-এর পরবর্তী চেয়ারম্যান পদে শপথ নিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন আমলা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক রাজীবকুমার বরা। তিনি বিদায়ী চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস পল্লব ভট্টাচার্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

রাজভবনের দরবার হল-এ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া শপথগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করতে রাজ্যপালের অনুমতি চান। অনুমতি পেয়ে কার্যক্রম শুরু হলে বিধি অনুযায়ী রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন এপিএসসি-র নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক রাজীবকুমার বরাকে।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের শপথ অনুষ্ঠানে দরবার হল-এ উপস্থিত ছিলেন এপিএসসি-র সকল সদস্য, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুর, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ভিএস ভাস্কর, প্রধানসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার এবং প্রশিক্ষণ বিভাগ) নিরজ ভার্মা, রাজ্যপালের কমিশনার-সচিব এসএস মীনাক্ষী, কামরূপ মেট্রোর জেলাশাসক বিশ্বজিত পেগু, পুলিশ কমিশনার মুন্নাপ্রসাদ গুপ্তা সহ অন্য বেশ কয়েকজন সরকারি পদস্থ আধিকারিক।

বরাকের বেকার যুবক-যুবতীরা মেধাহীন? শিলচরের সাংসদকে বিতর্কে বসার আহ্বান বিডিওয়াইএফ-এর

শিলচর (অসম), ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীরা সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই উপত্যকার বেকারদের সরকারি চাকরি প্রদানে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট এবং দলের যুব সংগঠন ইয়ুথ ফ্রন্ট বেজায় বিরুদ্ধাচরণ করছে। এরই মধ্যে শিলচরের বিজেপি সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় এক মন্তব্য করেছিলেন। এই মন্তব্যের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে সাংসদ রাজদীপ রায়কে ওপেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁকে বিতর্কে বসতে বলেছে বিডিওয়াইএফ।

মঙ্গলবার শিলচর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিডিওয়াইএফ-এর পদাধিকারীরা রাজদীপকে ওপেন চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া, কর্মসূচি ইত্যাদির তথ্য তুলে ধরেছেন সংগঠনের পদাধিকারীরা। বিডিওয়াইএফ-এর অন্যতম আহ্বায়ক ইকবাল নাসিম চৌধুরী বরাকের বেকার সমস্যার ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নীরব ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বরাকের যুবক যুবতীরা কর্মহীনতায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। অথচ স্থানীয় নেতা মন্ত্রীরা এ ব্যাপারে নির্বিকার ভুমিকা পালন করছেন। শুধু তা-ই নয়, বরাকের সরকারি বিভিন্ন পদে যখন অনৈতিকভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে নিযুক্তি হচ্ছে তখন শিলচরের সাংসদ বলছেন বৈষম্য নয়, মেধার ভিত্তিতেই নাকি নিয়োগ হচ্ছে। তার মানে বরাক উপত্যকার প্রার্থীরা যথেষ্ট মেধাবী নন!

ইকবাল নাসিম চৌধুরী সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, সাহস থাকলে তাঁরা এ বিষয় নিয়ে বিডিওয়াইএফ-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিতর্কে বসুন। জনপ্রতিনিধির বক্তব্য অনুযায়ী বরাক যদি মেধাবিহীন হয়, তা-হলে যাঁরা বরাকে পড়াশোনা করেছেন তাঁদের মেধা নিয়েও অবশ্যই প্রশ্ন ওঠবে।

বিডিওয়াইএফ-এর আরেক আহ্বায়ক দেবরাজ দাসগুপ্ত বলেন, বরাকের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ১০০ শতাংশ পদ স্থানীয় প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করা হবে। শাসকদলের প্রাক-নির্বাচনি এই প্রতিশ্রুতি ছিল। সঙ্গে এটাও বলা হয়েছিল, এই সব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য শুধু লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতেই নির্বাচন করা হবে, মৌখিক পরীক্ষা বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু বিজেপির গত পাঁচ বছরের কার্যকালে এ-সব কোনও প্রতিশ্রুতিই পালিত হয়নি। এ-সব যে সম্পূর্ণ ভাওতাবাজি ছিল বরাকের যুবক যুবতীরা এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। দেবরাজ দাসগুপ্ত আরও বলেন, যেখানে চাকরির অভাবে এই উপত্যাকার অনেক পরিবার অন্নসংস্থান করতে পারছেন না, সেখানে বরাকের অফিস কাছারিতে স্থানীয় প্রার্থীদের বঞ্চিত করে অন্য প্রান্তের পদপ্রার্থীদের চাকরি দিয়ে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন বিডিএফ যুবফ্রন্ট এ-সব মেনে নেবে না। এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

বিডিএফ ইয়ুথ ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পার্নব গুপ্ত তাঁর বক্তব্যে বিডিওয়াইএফ-এর পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো যথাক্রমে স্থানীয় পদ, বিশেষ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে বরাকের কর্মপ্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করতে হবে, কাগজ কল যেখানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দুই লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের উৎস ছিল, এই কাগজ কলকে অধিগ্রহণ করে সরকারকে অবিলম্বে চালু করতে হবে, মাল্টিমডেল লজিস্টিক পার্ক আগামী নির্বাচনের আগে শিলান্যাস করতে হবে, বরাকের সব বিভাগের শূন্যপদে অবিলম্বে নিযুক্তি দিতে হবে এবং যতদিন বরাকের বেকারদের সরকার চাকরি দিতে না পারছেন ততদিন মাসিক বেকার নভাতা হিসেবে মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের ৫,০০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের ৭,০০০ টাকা, স্নাতকদের ১০,০০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তরদের প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা করে দিতে হবে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কেশবপুরের হনুমানরা যাবে কোথায়

যশোরের কেশবপুরের পুরনো বাসিন্দারা ছেলেবেলা থেকেই কালোমুখো হনুমানদের অবাধ বিচরণ দেখে বড় হয়েছেন। গাছ কমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাণীরা আবাস হারিয়ে হয়ে পড়েছে অসহায়। আর মহামারীর দুঃসময়ে খাবারের অভাব এদের ফেলেছে চরম সঙ্কটে। কেশবপুর সম্প্রীতি মন্দির কমিটির সভাপতি ষাটোর্ধ সুন্দর সাহা থাকেন সাহাপাড়ার। এক সময় সেখানে বাড়িতে বাড়িতে প্রচুর ফলজ গাছ ছিল। হনুমানেরা সেসব গাছ থেকে ফল খেত, গৃহস্থদের তাতে আপত্তি থাকত না। গাছের ফল আর মানুষের দেওয়া খাবারেই চাহিদা মিটে যেত বলে হনুমানরা অযথা উৎপাত করত না।

"কিন্তু কিছুই তো আর আগের মত নেই। এলাকায় গাছ গেছে কমে, চারদিকে অনেক ভবন হয়েছে। তার মধ্যে এসেছে মহামারী, অভাবে পড়ে অনেকে বাগানের বা বাড়ির গাছ কেটে বিক্রি করে দিচ্ছেন। এই হনুমানরা তাহলে যাবে কোথায়?"

কালোমুখো হনুমানগুলো এখন বাড়ির ছাদে, টিনের চালে দাপাদাপি করে, মানুষও বিরক্ত হয়। হনুমানদের খাবার আর আশ্রয় দুটোরই অভাব।

সুন্দর সাহা বলেন, "লকডাউনের মধ্যে হনুমানগুলোর খাবারের অভাব প্রকট হয়ে গিয়েছিল। এখন লকডাউন না থাকলেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি, কারণ মানুষেই অভাবে পড়েছে; নিজে খাবে, না হনুমানদের খাওয়াবে?"

মোস্তাফিজুর রহমানকেশবপুরের হনুমানদের এই সঙ্কটের কথা উঠে এসেছে সরকারের বন অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনেও। সেখানে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যে খাদ্য আর আশ্রয়ের অভাবে দীর্ঘদিনের আবাসস্থল ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ছে হনুমানগুলো। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রকল্প নেওয়া 'খুবই জরুরি'। প্রাইমেট বর্গের এই প্রাণীগুলোকে স্থানীয়রা বলেন 'কালোমুখো হনুমান'। বৈজ্ঞানিক নাম 'সেমনোপিথেকাস এনটেলাস' দলবদ্ধ হয়ে চলাচল করা এই প্রাণী 'নর্দান প্লেইনস গ্রে লেঙ্গুর' নামেও পরিচিত। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচারের (আইউসিএন) লাল তালিকায় কালোমুখো হনুমানকে রাখা হয়েছে 'লিস্ট কনসার্ন' ক্যাটাগরিতে। হনুমানের এই প্রজাতি ভারতেই বেশি দেখা যায়, সেখানে অনেকের কাছে এটি 'পবিত্র' প্রাণী। তবে ভারতেও এর সংখ্যা দিন দিন কমছে।

যশোরের কেশবপুর অঞ্চলে এই হনুমান মানুষের কাছাকাছি বাস করছে কয়েকশ বছর ধরে। মহামারী শুরুর পর লকডাউনের সময় খাবারের সঙ্কটে মানুষের বাড়িতে হনুমানের হানা দেওয়ার ঘটনা গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনার জন্ম দেয়। তার আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে হনুমানদের একটি দল কেশবপুর থানা ঘেরাও করেছিল। মারধরে আহত শাবককে নিয়ে তারা থানায় অবস্থান নিয়েছিল, যা সে সময় সংবাদের শিরোনাম হয়।

মোস্তাফিজুর রহমানসরকারি হিসাবে কেশবপুরে এখন কালোমুখো হনুমান আছে সাড়ে তিনশ থেকে চারশর মত। যশোরের মনিরামপুর এলাকাতেও এই হনুমান দেখা যায়। এছাড়া ঝিনাইদহের মহেশপুর এবং মেহেরপুরের মুজিবনগরেও এদের বিচরণ আছে। বন বিভাগের কর্মকর্তাদের হিসাবে, সব মিলিয়ে দেশে এই প্রজাতির জনসংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনযাত্রা কীভাবে পাল্টে গেছে, তা জানা গেল কেশবপুর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম মোড়লের কথায়।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি বলেন, "আমরা ছোটবেলায় দেখতাম হনুমান পাউরুটি, বিস্কুট, কেক এসব খেত না। প্রচুর ফলের গাছ ছিল, এরা মূলত ফলই খেত। ধীরে ধীরে গাছ কমে যাওয়ায় হনুমানদের খাদ্যাভ্যাস পাল্টে গেছে। পাউরুটি, কেক-বিস্কুট দিলে সেসব খাচ্ছে। হনুমান আগে ফসলের ক্ষেত থেকে খাবার সংগ্রহ করত না, এখন করছে।" এর মধ্যে মহামারীর কারণে যখন লকডাউন শুরু হল, তখন মানুষের কেক-বিস্কুট দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

রফিকুল বলেন, "দোকানপাট তো তখন বন্ধ ছিল, মানুষের কাছ থেকে তারা খাবার পায়নি। এখন আবার খুলেছে, কিন্তু মানুষ আর আগের মত খাবার দিতে পারছে না।"

খাবারের অভাবে কেশবপুর থেকে বেশ কিছু হনুমান দল বেঁধে অন্য এলাকায় চলে গেছে বলেও জানালেন পৌর মেয়র রফিকুল।

ছবি: মোস্তাফিজুর রহমানছবি: মোস্তাফিজুর রহমান"আশপাশের জেলায় আমার কিছু বন্ধুবান্ধব জানিয়েছেন, তারা তাদের এলাকায় আমাদের এলাকার মত হনুমান দেখছেন ইদানিং। হনুমানরা আসলে খাবার খুঁজছে, আশ্রয় খুঁজছে। যদি সরকারিভাবে অভয়াশ্রম বা ফলদ গাছের বনাঞ্চল সৃষ্টি করা যায়, তাহলে হয়ত এই প্রজাতি রক্ষা পাবে।" বন বিভাগের প্রতিবেদনও বলছে, মহামারীকালে স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, কেশবপুর/মহেশপুর পর্যটক শূন্য হয়ে যাওয়ায় হনুমানদের খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী হনুমান অন্যান্য এলাকায় চলে যাচ্ছে ও স্থানীয় অধিবাসীদের তারা খাবারের জন্য উত্যক্ত করছে।

বন বিভাগের কর্মকর্তাদের হিসাবে, এই হনুমানদের খাবারের জন্য বছরে দরকার ৭৬ লাখ টাকা। সেখানে সরকার এ অর্থবছরে দিয়েছে ১০ লাখ টাকা। এই অর্থ দিয়ে প্রতিদিন ৩৬ কেজি কলা, ৫ কেজি চীনাবাদাম ও ৪ কেজি পাউরুটি দেওয়া হচ্ছে।

গত অর্থবছরে হনুমানদের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল ৩৫ কেজি কলা, ৪ কেজি বাদাম ও ৪ কেজি পাউরুটি। বন বিভাগের উদ্যোগে ঠিকাদারের মাধ্যমে কেশবপুরের সদর, বালিয়াডাঙ্গা, ব্রহ্মকাটি, রামচন্দ্রপুর, দুর্গাপুর ও মুজগুন্নি এলাকায় হনুমানদের এই খাবার দেওয়া হয়। তাতে হনুমানপ্রতি ভাগে পড়ে ৩৫ গ্রাম করে খাবার।

প্রতিবেদেন বলা হয়েছে, "বন বিভাগ থেকে যে খাবার সরবরাহ করা হয়, তা হনমুানের সংখ্যার তুলনায় খুবই সামান্য। ফলে খাদ্যের অভাবে হনুমানগুলো অন্যত্র চলে যাচ্ছে। বর্তমানে এরা সত্যিকার অর্থে খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। হনুমানের খাবারের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা বা নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা খুবই জরুরি।" ছবি: মোস্তাফিজুর রহমানছবি: মোস্তাফিজুর রহমানযশোরের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সাজ্জাদুজ্জমান বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "বন্যপ্রাণীর যে চরিত্রগত অবস্থান, সেখান থেকে যদি দেখি, তবে আসলে বাইরে থেকে কোনো খাবার দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে এই হনুমানগুলোকে আমাদের খাবার দিতে হচ্ছে। যখনই প্রাকৃতিকভাবে এরা খাবার সংগ্রহ করতে পারে না, তখনই তারা মানুষের বাসা-বাড়ি, দোকানপাটে খাবারের জন্য যায়। তখন মানুষের সাথে এদের সংঘর্ষ তৈরি হচ্ছে। সেই জায়গা থেকে আমরা খাবার দিচ্ছি।"

বন বিভাগ বলছে, গাছে কীটনাশক স্প্রে করায়, গাড়ি চাপা পড়ে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রায়ই হনুমান মারা যাচ্ছে। পাশাপাশি মানুষের নৃশংসতাও এদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। ২০১৫ সালে কেশবপুর অঞ্চলের হনুমানদের ওপর গবেষণা চালিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকরা। সে সময় তারাও খাবারের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং আবাবস্থল তৈরির জন্য প্রকল্প নেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন বলে জানালেন সেই গবেষকদের একজন অধ্যাপক ফিরোজ জামান।

ছবি: মোস্তাফিজুর রহমানছবি: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি বলেন, "আমরা যখন কাজ করছিলাম, তখন স্থানীয়রা অনেকেই বলছিল, এখান থেকে এদের সরিয়ে ফেলা উচিত। মানুষের সাথে কনফ্লিক্ট হচ্ছিল। আমরা বলেছিলাম, এই হনুমানগুলো নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা করা দরকার। একইসাথে মনিটরিং করা দরকার।

"মনিটরিং এজন্য দরকার যে, ওদের সংখ্যা বাড়লেও সমস্যা, কমলেও সমস্যা। সেজন্য নিবিড় মনিটরিং দরকার। কমলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হয়ত সরকার আমাদের গবেষণার সুপারিশগুলো দেখেছে। সেজন্য এসব সুপারিশ হয়ত তারাও করেছে।" অধ্যাপক ফিরোজ বলেন, "বাংলাদেশে মূলত কেশবপুর অঞ্চলেই এই হনুমানের কনসেনট্রেশন। অন্য জায়গায় মাঝে মাঝে যা দেখা যায় সেটা আসলে কোনোভাবে চলে গেছে। নেচারাল ডিস্ট্রিবিউশনটা ওখানেই। বহুদিন ধরে এরা এখানে অবস্থান করছে। সেটা কয়েকশ বছর ধরে।" বন বিভাগের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, কেশবপুর এলাকা একসময় প্রচুর ফলদ ও বনজ গাছে পরিপূর্ণ ছিল এবং হনুমানের প্রজনন প্রক্রিয়া ও গর্ভকালীন নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। বন-জঙ্গল হ্রাস পাওয়ায় এদের খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে।

প্রক্রিয়াজাত সুপের ক্ষতিকর প্রভাব

টিন কিংবা প্যাকেট-জাত সুপ বাড়াতে পারে স্থূলতা ও রক্তচাপ। শিশু থেকে বৃদ্ধ যেই হোক, আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে মৌসুমি সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হলে এক বাটি গরম সুপ কপালে জুটবেই। চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে সবার আগে সুপ খাওয়া যেন সংস্কৃতিরই অংশ। আবার বিভিন্ন ধরনের সুপ খেতে পছন্দ করা মানুষের সংখ্যাও কম নয়।

রেস্তোরাঁয় খেলে ভিন্ন কথা, তবে ঘরে তিনবেলার রান্নার পর আবার সুপ বানানোর ঝক্কি নিতে মন নাই চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে খুব সহজ উপায় হল কৌটা কিংবা প্যাকেটজাত 'রেডি-মেইড' সুপ।

অনেকে পরিবারে অসুস্থ মানুষের সামনেও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে পরিবশন করা হয় এই সুপ। তবে সমস্যা হলো অতিমাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো তালিকায় প্রথম সারিতেই জায়গা করে নেয় এই তৈরি সুপ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপ খাওয়া ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে।

পেট ফোলাভাব: পেট ফুলে থাকা তেমন মারাত্মক কোনো সমস্যা না হলেও তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটি অনুভূতি। অতিরিক্ত লবণ আছে এমন খাবার খাওয়ার সাধারণ পার্শ-প্রতিক্রিয়া হল পেট ফোলাভাব। আর কৌটা ও প্যাকেটজাত সুপে প্রচুর লবণ থাকে।

সাধারণ মাপের এক বাটি সুপে থাকতে পারে ৬০০ থেকে ৭০০ মি.লি. গ্রাম লবণ। সোডিয়াম খাওয়া থেকে পেট ফোলাভাব হওয়া নির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পানি ধরে রাখার প্রবণতাই এর পেছনে দায়ী। খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকলে পেট ফোলাভাব অনুভূতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে প্রায় ২৭ শতাংশ, দাবি বিশেষজ্ঞদের।

স্থূলতা: 'রেডি-মেইড' সুপে থাকা অতিরিক্ত লবণ এবং ফলশ্রুতিতে অতিরিক্ত সোডিয়াম ওজন বৃদ্ধিতেও বড় ধরনের ভূমিকা রাখে। বিশেষত শরীরের মধ্যবর্তী অংশ যেখান থেকে মেদ কমানো সব চাইতে কঠিন সেখানেই মেদ জমায় এই সোডিয়াম।

আবার গবেষণা বলে সোডিয়াম বেশি খাওয়ার কারণে চিনি মিশ্রিত খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ে, যা ওজন বেড়ে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ। তবে শুধু সোডিয়ামই যথেষ্ট শরীরের ওজনকে অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

২০১৫ সালে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে একটি গবেষণা করা হয় যাতে অংশ নেয় মোট ১০০০ হাজার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। পর্যবেক্ষণে রাখা হয় চার দিনের খাদ্যাভ্যাস আর তাতে সোডিয়ামের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা করা মূত্র। দেখা যায়, শুধু অতিরিক্ত লবণ খাওয়াই শরীরের ওজন অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে যাওয়া ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ২৫ শতাংশ।

উচ্চ রক্তচাপ: এখানেও থলের বিড়াল ওই সোডিয়াম।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিদ এবং 'হেলথ উইনস কোচিং অ্যান্ড কনসাল্টিং'য়ের কর্ণধার জেনা মোরার বলেন, "সাধারণ এক কৌটা সুপে সোডিয়াম থাকে প্রায় ১৪০০ থেকে ১৮০০ মি.লি. গ্রাম। অনেক সুপে আরও বেশি থাকে। যদি আপনি অর্ধেকটাও খান তবুও নুন্যতম ৭০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করছেন।"

আমেরিকার হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের নির্দেশনা মতে, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের দৈনিক সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণের মাত্রা ১৫০০ মি.লি. গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ মানুষের সোডিয়াম প্রয়োজন ২৩০০ মি.লি. গ্রাম। এখন দৈনিক চাহিদার প্রায় অর্ধেকটাই পূরণ হয়ে গেল মাত্র একবাটি সুপ খেয়েই। সারাদিন আরও অনেক ধরনের খাবার আপনি খেয়েছেন, আরও খাওয়া হবে। এভাবে গড় হিসেবে একজন আমেরিকান নাগরিক প্রায় ৩৬০০ মি.লি. গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে ফেলেন। ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে মারাত্মক হারে। আর উচ্চ রক্তচাপ ক্রমে বয়ে আনে হৃদরোগ, স্ট্রোক, বৃক্ক নষ্ট ও দৃষ্টিশক্তি কমার সমস্যা।

মোরার আরও বলেন, "কিছু বিশেষ ধরনের কৌটাজাত সুপের ক্যালরি ও 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধি এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। খাদ্যাভ্যাসে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট' বেশি হলে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (এলডিএল)'য়ের একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন উপাদান 'এপিওবি'য়ের মাত্রা বাড়ে। এজন্য ক্রিমজাতীয় সুপ যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভালো।"

হরমন সমস্যা: অনেক কৌটাজাত সুপে ব্যবহার হয় সোডিয়াম ফসফেট, যার কাজ হল সুপকে দীর্ঘ দিন খাওয়ার যোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা এবং এর স্বাদ বাড়ানো।

ফসফেট আমাদের খাদ্যাভ্যাসের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তবে প্রাকৃতিক ফসফেটের বাইরে যেকোনো ফসফেট শরীরে 'এন্ডোক্রাইন সিস্টেম' যা শরীরের হরমোন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর পরিণতি হিসেবে 'টিস্যু' নষ্ট হয় যা ডেকে আনে হৃদরোগ, বৃক্কের ক্ষয়, হাড়ের ভঙ্গুরতা ইত্যাদি।

কাজ কমাতে গিয়ে 'রেডি-মেইড' সুপকে বেছে নেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্যাকেট কিংবা কৌটাজাত সুপ খাওয়া কমাতে হবে, বাদ দিতে পারলে সবচাইতে ভালো। ঘরেই সুপ তৈরি করুন, প্রয়োজনে বেশি করে রান্না করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

যে কারণে শীতে খেজুরের গুড় খাওয়া ভালো

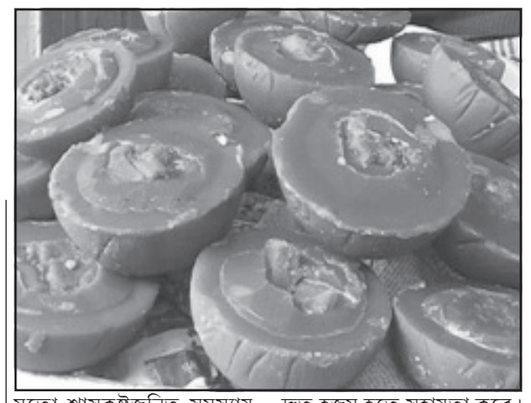

খেজুরে গুড় বা পাটালি গুড় কেবল খেতেই মজার নয় বরং স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতকালে খেজুরের গুড় খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। ঠাণ্ডা কাশির সমস্যা দূর করে: খেজুরের গুড় শুষ্ক কাশি ও ঠাণ্ডা দূর করতে সহায়তা করে, মিউকাস পরিষ্কার করে। এটা হাঁপানির মতো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা লোকদের জন্য ভালো ঘরোয়া প্রতিকার। পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ: খেজুরের গুড়ে থাকা পুষ্টি উপাদান শরীরের কার্যক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। যা শীতকালের জন্য বিশেষ উপকারী। এতে থাকা খনিজ উপাদান লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম রক্ত উৎপাদনে ও স্নায়ুক্রিয়া সক্রিয় রাখতে ভূমিকা রাখে।

ওজন কমায়: খেজুরের গুড় উচ্চ পটাশিয়াম সমৃদ্ধ যা শরীর থেকে পানিভাব কমিয়ে ওজন কমাতে সাহায্য করে। শক্তিবর্ধক: শীতকালে ক্লান্তি দেখা দিলে বা শরীর দুর্বল লাগলে গুড় খাওয়া উপকারী। এর কার্বোহাইড্রেইট যৌগ যা সাধারণ চিনির তুলনায় খাবার দ্রুত হজম হতে সহায়তা করে। নিয়মিত এক টুকরা গুড় খাওয়া শক্তি বাড়ায়। এটা দেহে এন্ডোরফিন্স নিঃসরণ করে যা শরীর ভালো রাখে ও পেটের ব্যথা কমায়। হজম শক্তি বাড়ায়: শীতকালীন অসুস্থতা ও মসলাদার খাবারের কারণে নানা রকমের পেটের সমস্যা দেখা দেয়।

খেজুরের গুড় হজমে সাহায্য করে ও পেটের ব্যথা কমায়। এটা হজম রস সক্রিয় করে এবং পেট পরিষ্কার রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সংযোগস্থলের ব্যথা কমায়: খেজুরের গুড় হাড় দৃঢ় করতে সহায়তা করে ও হাড়ের সংযোগস্থলের ব্যথা কমায়। এটা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ তাই হাড় শক্ত ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ খেলাগুলো

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামীণ খেলাগুলো। প্রযুক্তি এর স্থানটা কেড়ে নিয়েছে বলেই মনে করি আমি।

শিশু-কিশোররা কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাবসহ নানা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে এখন ব্যস্ত থাকে। আগে শিশুরা অবসর সময় পার করত গাছের পরিচর্যা, মাঠে খেলাধুলা, হৈ-হুল্লোড় করে। কিন্তু এখনকার শিশুদের আমার শৈশব বঞ্চিত মনে হয়।

নবজাতক কিছু বড় হলেই তার হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দিয়ে দেন বাবা-মা। এক প্রতিবেদনে দেখলাম, এতে করে শিশুরা কথা বলাও এখন শিখছে দেরিতে। আগে বাবা, মা, দাদা, দাদী, ফুপুরা নবজাতককে সময় দিত, কথা বলত, খেলাধুলা করত। এতে তারা দ্রুত কথা বলা শিখে যেত, খেলতে শিখত। নবজাতক বড় হওয়ার পরও মাঠের খেলা বা শারীরিক কসরত আছে এমন খেলাগুলোতে আগ্রহী হয় না। ঘরে বসে স্ক্রিনে থাকে চোখ আর দুই আঙুলে চলে পুরো বিশ্বভ্রমণ। যেখানে নেই শারীরিক কসরত। শারীরিক, মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। সামাজিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গ্রামীণ খেলাধুলাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এসব খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু-কিশোররা যোগ্য নাগরিকের গুণাবলী, দলীয় শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব প্রদান, বিজয় লাভের উপায় এবং পরাজয়ে ভেঙ্গে না পড়া সম্পর্কে শিখতে পারে। আত্মবিশ্বাসী আর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় উঠতে পারে।

আলতাব হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করছিলাম এ বিষয়টা নিয়ে। আসলে কেমন ছিল আগেকার শৈশব-কৈশোর।

তিনি আমাকে বলছিলেন, 'আগে মাঠের কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে শিশু-কিশোরদের পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। এছাড়াও আগের মত খেলাধুলার মাঠ নেই। তাই শিশু-কিশোররা অবসর বিনোদন হিসেবে মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলছে।' গ্রামীণ খেলাগুলো অবহেলা অসচেতনতার কারণে আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমাদের সকলের উচিত এগুলো রক্ষার্থে এগিয়ে আসা। নয়ত অমূল্য এই ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে।

সোমবার আগরতলায় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে এনএসএসের রক্তদান শিবিরে বিধায়ক আশিষ কুমার সাহা। ছবি নিজস্ব।

বিহার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, মন্ত্রী হিসেবে শপথ শাহনওয়াজ-সহ ১৭ জনের

পাটনা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সম্প্রসারিত হল বিহারের মন্ত্রিসভা। নীতিশ কুমারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে মঙ্গলবার শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহনওয়াজ হুসেন। এদিন পাটনায় শাহনওয়াজ হুসেন-সহ মোট ১৭ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এই ১৭ জনের মধ্যে ৯ জন বিজেপি থেকে এবং ৮ জন নীতীশের দল জনতা দল (ইউনাইটেড) থেকে। সূত্রের খবর, শাহনওয়াজকে সম্ভবত বিহারের অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

বিজেপি থেকে আরও যাঁরা এদিন শপথ নিয়েছেন তাঁরা হলেন-পাটনা পশ্চিমের বিধায়ক নীতিন নবীন, প্রাক্তন মন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, ছত্তরপুরের পাঁচবারের বিধায়ক নীরজ কুমার বাবলু, সহার্সার বিধায়ক আলোক রঞ্জন ঝা, এবং গোপালগঞ্জের বিধায়ক সুভাষ সিং।

জেডি (ইউ) থেকে শপথ নিয়েছেন শ্রবণ কুমার, সঞ্জয় কুমার ঝা, মদন সাহনি এবং লেস্সি সিং। এছাড়াও জেডি (ইউ) থেকে নতুন মুখ যাঁরা এদিন শপথ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন জয়েন্ট রাজ, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক সুনীল কুমার, সুমিত সিং, জামা খান। উল্লেখ্য, গত ১৬ নভেম্বর নীতিশ কুমার-সহ ১৪ জন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। বিহার বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ২৪৩।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮৭ জন

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশে করোনার বলি আরও ৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৮৭ জন। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য দফতর।

স্বাস্থ্য দফতরেরবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ৩৮৭ জনকে নিয়ে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ৩৮ হাজার ৭৬৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। আর এই সময়ে নতুন ৮ জনকে নিয়ে এ পর্যন্ত দেশে মোট ৮ হাজার ২২৯ জন করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আরও ৬৪২ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ৪ লাখ ৮৪ হাজার ৫৭৩ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ বিজেপি নেতৃবৃন্দের

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার তারাপীঠ মন্দিরে পুজোর শেষ চিলার মাঠে জনসভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ ও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তৃণমূল সুপ্রিমোকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ''ক্ষমতা পাল্টে যাচ্ছে, সরকার বদলে যাচ্ছে। মানুষের ভাগ্য বদলাচ্ছে না।'' এদিন মঞ্চে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আগামী দিনে দেখবন কে পাপী আর কারা পূণ্যবান। সবচেয়ে বড় ওয়াশিং মেশিন তো তৃণমূল। আমি মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করি। আমার কাজ হবে উন্নয়ন করা। কেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করব না। ২০২১ সালে বিজেপি বাংলায় সরকার গড়বে।''

অন্যদিকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মুকুল রায়ও তৃণমূলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, ''আগামী নির্বাচনে তিন অঙ্কে পৌঁছবে না তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট।'' পাশাপাশি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জনসভায় ''কয়লা চোর'' বলে স্লোগান তোলেন। এদিন চিলার মাঠের সভায় নাড্ডাবাবু বলেন, মমতার রাজ্যে সংকটে বাংলার সংস্কৃতি।'' তিনি এদিন মঞ্চে ওঠার পরই ''জয় শ্রীরাম'' ধ্বনির মাধ্যমে দলীয় সমর্থকদের স্বাগত জানান। বীরভূমের জনসভায় তিনি বাংলার মনীষীদের নাম উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

এদিন জেপি নাড্ডা অন্ডাল বিমানবন্দরে নেমে সোজা তারাপীঠ মন্দিরে যান পুজো দিতে। তারাপীঠ থেকে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করেন নাড্ডাবাবু। প্রসঙ্গত, বীরভূমের ১১টি বিধানসভা জুড়ে পরিক্রমা করে বিজেপির পরিবর্তন রথ। পাড়ি দেবে ৩২৮ কিমি পথ। রথ যাত্রা সূচনার পর তিনি সিধু-কানহু মূর্তিতে মাল্যদান করেন নাড্ডাবাবু।

কৃষি আইন, কৃষক নিয়ে ফের কেন্দ্রকে ঠেস মমতার

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কে বেশি কৃষকবান্ধব, গত কয়েকদিনের মধ্যে তা নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনাতে মঙ্গলবার দলীয় জনসভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যুতে আক্রমণ শানেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপিকে। খোঁচা দেন কৃষক আন্দোলন নিয়েও।

গত রবিবার হলদিয়ায় এসে মোদী জানিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কেন্দ্রের প্রকল্প বাংলায় লাগু হতে দিচ্ছে না। তার জেরে কেন্দ্র কৃষকদের যে আর্থিক সাহায্য করছে তার সুবিধা বাংলার কৃষকেরা পাচ্ছেন না। তাই তাঁদের দুরাবস্থার কোনও উন্নতিও হচ্ছে না। মোদির এই দাবি নিয়েই বার বার সরব হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেটের ওপর আলোচনা ও জবাবী ভাষণেই মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে আক্রমণ শানেন প্রধানমন্ত্রীকে। এদিনও সেই ধারা বজায় রাখলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কৃষকদের জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি। কৃষকদের শস্যবিমার প্রিমিয়াম এক টাকাও কৃষককে দিতে হয় না। আমরা সব টাকাই দিই। বাংলার কৃষকদের জন্য কেন্দ্র কিছু দেয় না। টাকা না পাঠিয়ে বলে কৃষকদের টাকা দিয়েছি। বিজেপি রোজ মিথ্যে কথা বলে। আমরা কৃষকদের থেকে চাল কিনি। বিজেপি গোজামিল পার্টি, শুধু মিথ্যা কথা বলে।

বিজেপি ভোটের সময় এসে বলবে ভোট দাও। কেন দেবে? উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে সব ধান কিনে নেয়। আর এ রাজ্যে সামান্য ধান কেনে। আমরা কৃষকদের কাছ থেকে সব ধান কিনে নিই। বিনা পয়সায় রেশনে চাল দিই। চাষিদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। তৃণমূল থাকছে। কৃষকদের কাছ থেকে চাল কিনবে। রেশনে বিনা পয়সায় চাল দেব। এই বিজেপি মানেই সর্বনাশ। কৃষক, শ্রমিক জোট বাঁধুন। কতগুলো বহিরাগত গুণ্ডা ভাবছে মিথ্যা কথা বলবে। বিদায় দাও বিদায় দাও বিজেপিকে বিদায় দাও। ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও আমার দেশ ফিরিয়ে দাও, ভারতবর্ষ ফিরিয়ে দাও।''

পরিবর্তন যাত্রায় এখনই কোনও অন্তবর্তী নির্দেশ নয়

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় এখনই কোনও অন্তবর্তী নির্দেশ নয়। মঙ্গলবার হাইকোর্ট একথা জানিয়েছে।

আগামী বৃহস্পতিবার ঠাকুরনগরের জনসভা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেইদিনই রাজ্যে পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে মামলার শুনানি রয়েছে। মামলাকারী আদালতে জানান, রাজ্যে এখনও করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি এখনও সংকটে। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা হলে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে অন্তবর্তী নির্দেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলা করেন তিনি।

রাজ্যে বিজেপির রথযাত্রা বাতিলের দাবিতে গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন রমাপ্রসাদ মজুমদার নামে এক আইনজীবী। বিচারপতি রাজেশ বিন্দেলের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল এদিন। তবে ডিভিশন বেঞ্চ সেই মামলায় স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিতে রাজি হয়নি। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ঠাকুরনগরের সভায় শাহ কী বার্তা দেন, এখন সেই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ইজরায়েল দূতাবাস চত্বরে বিস্ফোরণকাণ্ডের জেরে ৩০ জানুয়ারি ঠাকুরনগরের জনসভা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সেই সভায় নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়াদের বার্তা দেওয়ার কথা ছিল।

মঙ্গলবার, বীরভূমে চিলার মাঠ থেকে শুরু হয়েছে বিজেপির পরিবর্তন রথ যাত্রা। এদিন রথ যাত্রার সূচনা করেন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। সঙ্গে ছিলেন দিলীপ ঘোষ, বাবুল সুপ্রিয়, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের মতো দলীয় নেতৃত্বরা।

যান্ত্রিক ত্রুটি, শতাধিক যাত্রী নিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে এল ইন্ডিগোর বিমান

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পরায় বেঙ্গালুরুগামী বিমান জরুরি অবতরণ করল কলকাতা বিমানবন্দরে। মঙ্গলবার দুপুরে গুয়াহাটি থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার সময় যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে ৬ক- ২৯১ বিমানে। কলকাতায় অবতরণ করার পর বিমানটি পরীক্ষা—নিরীক্ষা করে দেখেন ইঞ্জিনিয়াররা। এবং বিমানে থাকা শতাধিক যাত্রীকে অন্য একটি বিমানে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা।

জানা গিয়েছে, শতাধিক যাত্রী নিয়ে এদিন গুয়াহাটি থেকে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলে বেসরকারি বিমান পরিষেবা সংস্থা ইন্ডিগোর একটি বিমান। দুপুর ১টা ৫০ নাগাদ যখন কলকাতার ওপর দিয়ে বিমানটি যাচ্ছিল তখনই বিমানের চালক জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের কথা বলেন। এবং বিমানের যাত্রীদের জানানো হয় বিমানে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষা—নিরীক্ষার পর বিমান চালকের অনুমান, 'সম্ভবত বিমানের ইঞ্জিনে কোনও সমস্যা রয়েছে।' এদিকে, এই যান্ত্রিক ত্রুটির কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি ভিত্তিতে বিমানটিকে অবতরণ করানো হয়। বিমানের সমস্ত যাত্রীই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞরা বিমানটি পরীক্ষা করে দেখছেন।

তেলের খোঁজে ডিনামাইট বিস্ফোরণ বহু বাড়িতে ফাটল

বারাসত, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ওএনজিসির ডিনামাইট বিস্ফোরণের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বাদুরিয়ার রায়পুর গ্রামে। তেলের খনির সন্ধানে রাতভর ডিনামাইট বিস্ফোরণে রায়পুর গ্রামের বেশ কিছু বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। ক্ষতি হয়েছে বিঘের পর বিঘে চাষের জমির। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। বিডিও জানান আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে।

বাদুড়িয়ায় তেলের সন্ধান চালাচ্ছে ওএনজিসি। তেলের সন্ধান করতে গিয়ে সোমবার রাতে এবং আজ মঙ্গলবার ভোরে ডিনামাইট ফাটানো হয়। তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন বাসিন্দারা। এলাকার প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িতে ফাটল ধরেছে বলে অভিযোগ। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে চাষের জমিও। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রায়পুর চণ্ডীপুর চাতরা সহ বেশকিছু গ্রামের মানুষ।

ভোরের আলো ফুটতেই দেখা যায় ওই এলাকায় প্রচুর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাড়ির দেওয়ালে ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটল দেখা দিয়েছে বাড়ির উঠোনে। সকাল হতেই ক্ষতিগ্রস্ত চাষি ও গ্রামের সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, তেলের খনির সন্ধান করতে গিয়ে অসাবধানতায় এই ঘটনা ঘটিয়েছে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ। একদিকে কৃষক পরিবার-সহ অন্য বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি ভয়ংকর আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হয়ে অসুস্থ হয়ে গেছেন অনেকে।

বাদুরিয়ার বাগজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শাহানুর রহমান মণ্ডল বলেন, "এত মানুষের ক্ষতি হল। বেশিরভাগ বাড়িতে ফাটল ধরেছে। চাষের জমিও ফেটে গেছে। আমরা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কী করে এত মানুষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে জানি না। অশোকনগরের কল্যাণগড়ে তেলের খনির সন্ধান পেয়েছিল ওএনজিসি। সেখান থেকে তেল তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পদ্ধতি মেনেই কাজ হয়েছিল। তাই সমস্যা হয়নি। কিন্তু বাদুড়িয়াতে কেন সেই পদ্ধতি মানা হল না?"

খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছে যান বাদুরিয়ার বিডিও সুপর্ণা বিশ্বাস। তিনি বলেন, "গ্রামবাসীদের কাছে অভিযোগ পেয়েছি। কার কতটা ক্ষতি হয়েছে তা লিখিত আকারে জানাতে বলেছি। নিশ্চই ক্ষতিপূরণ পাবেন তাঁরা। এ বিষয়ে আমার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

ওএজিসির এক আধিকারিক বিমান পালও জানান, গ্রামবাসীদের অসুবিধার বিষয়টা তাঁদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

কোকরাঝাড়ে মাটি খুঁড়ে ফের উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

কোকরাঝাড় (অসম), ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড়ে ফের উদ্ধার হয়েছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র। অন্যবারের মতো এবারও মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি।

আজ মঙ্গলবার জেলা পুলিশের সদর দফতর সূত্রের খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এপিএস মুকুট রাভার নেতৃত্বে এপিএস (সদর দফতর) পুনমজিৎ নাথ, শেরফাংগুড়ি থানার সাব-ইনস্পেক্টর সৌমদন হাজোয়ারি সহ কোকরাঝাড় পুলিশের এক দল গতকাল সোমবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ বেলগুড়ির এক প্রত্যন্ত জঙ্গলে মাটির নীচে পুঁতে রাখা কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। অভিযানে মাটি খুঁড়ে পুলিশ একটি একে ৫৬ রাইফেল, একটি একে ৫৬ রাইফেলের ম্যাগাজিন, একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, একটি ৯.৬৫ এমএম পিস্তলের ম্যাগাজি এবং ২৯ রাউন্ড একে সিরিজের সক্রিয় গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার কোকরাঝাড়ে অবৈধ গোলা-বারুদ সহ বহু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবারও কোকরাঝার পুলিশ এএস ১৬-এ ৪১৬৫ নম্বরের একটি স্করপিও গাড়িতে তালাশি চালিয়ে পাঁচটি একে ৫৬, আটটি একে ৫৬-এর ম্যাগাজিন, এইচকে ৩৩ ই একটি, এইচকে ই ৩৩-এর ম্যাগাজিন একটি, ইউবিজিএল একটি, ইউজিবিএল শেল ১১টি, চিনে তৈরি হ্যান্ডগ্রেনেড আটটি এবং ৩০০টি একে সিরিজের সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পোষা বিড়াল ও কুকুরের হবে করোনা পরীক্ষা

সিওল, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাড়ির পোষা বিড়াল ও কুকুরের শরীরে করোনার লক্ষণ দেখা দিলে করোনা পরীক্ষা করা হবে বলে বেনজির সিদ্ধান্ত নিল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলের স্থানীয় প্রশাসন।

এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, 'যদি কোনও পোষা কুকুর ও বিড়ালের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়, তাহলে সেই পোষ্যকে ঘরের বাইরে বের করা যাবে না। তাদের বাড়ির মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হবে।'

তবে করোনায় আক্রান্ত কোনও পোষা প্রাণিকে আইসোলেশন সেন্টারে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু কোনও পোষ্যের মালিক যদি করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন বা তিনি যদি মারাত্মক অসুস্থতার কারণে পোষ্যকে দেখভাল করতে না পারেন, তাহলে করোনায় আক্রান্ত পোষ্যকে আইসোলেশন সেন্টারে রাখা যাবে।

জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণ হারাল টেম্পো, আহত ১১ জন যাত্রী

জম্মু, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে পিছলে গেল যাত্রীবোঝাই একটি টেম্পো। টেম্পো দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট ১১ জন যাত্রী, তাঁদের মধ্যে দু"জনের আঘাত গুরুতর। মঙ্গলবার দুর্ঘটনায় ঘটেছে রাজৌরি জেলার খাওয়াসের লট্টি এলাকায়। আহতদের মধ্যে ৮ জনের নাম-কার্তার সিং, বলবন্ত সিং, আম্মনা বেগম, রশপাল সিং, মদন লাল, রাম প্রকাশ, সত্য দেবী এবং আঁচল সিং। আহতরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার খাওয়াস থেকে কালাকোটে অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই টেম্পোটি। খাওয়াসের লট্টি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে পিছলে যায় টেম্পোটি। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১১ জন। দুর্ঘটনার পর পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয় ১১ জনকে। পরে তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তা খারাপ হওয়ার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ফের এনআরএসের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে বারবার শহরের একাধিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে চিকিৎসায় হায়রানির অভিযোগ। এরই মাঝে ফের কাঠগড়ায় এনআরএস হাসপাতাল।

দমকা হওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে এনআরএস হাসপাতালের মাটিতে সদ্যোজাতদের শুয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে।

বাংলার উন্নয়নের জন্য মোদীর সদিচ্ছার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ জেপি নাড্ডার

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সদিচ্ছার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেলন নাড্ডা।

মঙ্গলবার বীরভূমে নাড্ডাবাবু ঢালাও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রীর। চিলার মাঠে নাড্ডাবাবুর সভায় বারংবার এল মোদীর বেঁধে দেওয়া স্লোগান 'অনেক হয়েছে মমতা, পরিবর্তন চাইছে জনতা'। বিজেপি সভাপতি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী খালি হাতে আসেননি। ৪৭০০ কোটি টাকার লগ্নি নিয়ে এসেছেন। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডর এসেছে বিকাশের জন্য। হাতানিয়া দোয়ানিয়ার কাজ প্রধানমন্ত্রী করেছেন, কেন তিনি আসবেন না। গোমা ডানকুনি ফ্রেট করিডরের জন্য লগ্নি বরাদ্দ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর হৃদয়ে বাংলার জন্য বিশেষ জায়গা রয়েছে।'

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে এদিন শ্যামাপ্রসাদের যোগ্য উত্তরসূরীর মর্যাদা দেন নাড্ডাবাবু। তিনি বলেন, "ভারতের সংস্কৃতি রক্ষা করতে সারাজীবন তৎপর থেকেছেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনিই বলেছিলেন, এক দেশে দুই সংবিধান, দুই পতাকা চলবে না। তাঁর বলিদান ব্যর্থ হয়নি। ৩৭০ ধারা রদ হয়েছে মোদিজী শাহের নেতৃত্বে। আক্ষেপ শ্যামাপ্রসাদের সেই বাংলা, দেশকে ভাবানোর বাংলা, আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় বিপন্ন।"

জেপি নাড্ডার যুক্তি, এই কারণেই আমাদের পরিবর্তন যাত্রা। কীসের পরিবর্তন? 'ভক্তিবাদের শাক্তমতের বাংলাকে ফিরিয়ে আনতে চাই আমরা।বাংলার মানুষকে জাগাবে এই পরিবর্তন যাত্রা।'

ট্যাবলো বের হওয়ার আগে বীরভূমের এছাড়াও মমতার থেকেও বেশি আক্রমণের শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে। এমনকি তৃণমূলীদের দলত্যাগের পিছনে মমতাকেই দায়ী করলেন নাড্ডাবাবু। রাজীবের নাম নিয়েই জেপি নাড্ডা বলেন, রাজীব-মুকুলদারা জানেন মা মাটি মানুষ এর সরকার মা মাটি মানুষের হয়ে থাকেনি। রাজীব-মুকুলরা দেশের জন্য সমর্পিত, সে কারণেই দলত্যাগের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁদের। এছাড়াও এ দিন তাঁর ডায়মন্ডহারবার সফরের কথাও তোলেন নাড্ডা। বলেন, "ডায়মণ্ডহারবার, ভবানীপুর যাওয়া ভুল হয়েছিল? ভাইপোকে বলছি ওখানে আবার যাব। প্রজাতন্ত্র কী শিক্ষা দেবো।"

বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোদী-বাইডেন কথা, দুই দেশ ঐক্যমত্য নানা বিষয়ে

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন অনেক দিন হল, প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার পরই জো বাইডেনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর জো বাইডেনের সঙ্গে এই প্রথম কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু'দেশের মধ্যে 'যৌথ প্রাধান্য' নিয়ে কথা হয়েছে, কথা হয়েছে কোভিড-১৯, জলবায়ু পরিবর্তন-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

মোদী-বাইডেনের মধ্যে কথাবার্তা প্রসঙ্গে আমেরিকার নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত টি এস সাঁধু জানিয়েছেন, "বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে জো বাইডেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে। ভারত ও আমেরিকা কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একত্রে কাজ করবে।"

হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে কথা হয়েছে, আমেরিকা ও ভারত কোভিড-১৯ অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একত্রে কাজ করবে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁদের অংশীদারিত্ব রিনিউ করবে।" প্রসঙ্গত, সোমবার সন্ধ্যায় টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই জানান, বাইডেনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

লুকোচুরি শেষ, অবশেষে দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়ল দীপ সিধু

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হিংসার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত দীপ সিধুকে অবশেষে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (স্পেশাল সেল) সঞ্জীব কুমার যাদব জানিয়েছেন, দিল্লি পুলিশের বিশেষ বিভাগের অফিসাররা মঙ্গলবার সকালে দীপ সিধুকে গ্রেফতার করেছেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে ট্র্যাক্টর মিছিলের দিন বিক্ষোভকারীদের একটি দল পৌঁছে যায় লালকেল্লায়। সেখানে ভাঙচুরের পাশাপাশি পতাকাও ওড়ানো হয়। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল দীপ সিধু। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী কৃষকদের ক্ষিপ্ত করে তোলার অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনার পর থেকেই 'ফেরার' ছিলেন দীপ সিধু। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের পাশাপাশি দায় এড়ানোর চেষ্টাও করেছিলেন। লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন করার পর নিজের পক্ষে সাফাই দেন সিধু। 'ফেরার' দীপের অবস্থান বা গতিবিধি জানাতে পারলে ১ লক্ষ টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল দিল্লি পুলিশ। হিংসার ঘটনার প্রায় দু'সপ্তাহ পর অবশেষে পুলিশের জালে এই গায়ক-অভিনেতা। পঞ্জাবের এই অভিনেতা এবং সমাজকর্মী সমর্থন করেছিলেন কৃষক আন্দোলনকে। যদিও তাঁকে 'বিজেপির চর' আখ্যা দেন বিক্ষুব্ধ কৃষকদের একাংশ।

কৈলাসহর কলেজে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় এ ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে শামিল হল আখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। মঙ্গলবার মহাবিদ্যালয় এর মূল ফটকে এবংঅধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মঙ্গলবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অধ্যক্ষের কাছে বারবার দাবি জানিয়ে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই তারা কলেজের মূল ফটকে এবং অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

জিবিতে চিকিৎসায় গাফলিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিতে আবারো চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ মিলেছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে গাফিলতির অভিযোগ দীর্ঘকালের। একাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বদান্যতায় রাজ্যের প্রধান হাসপাতালের নাম নষ্ট হচ্ছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গোপাল রুদ্র পাল নামে এক ব্যক্তিকে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

বিশেষ করে দুর্ঘটনায় পতিত ও মুমূর্ষ রোগীর জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্যই জিবি হাসপাতালে ট্রমা সেন্টার চালু করা হয়েছে। ট্রমা সেন্টারের যারা কর্মরত রয়েছেন তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি।কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে একাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী গাফিলতির কারণে ট্রমা সেন্টারের চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। এ ধরনের একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে জিবি হাসপাতাল এর ট্রমা সেন্টারে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে গোপাল রুদ্র পাল নামে এক ব্যক্তিকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে রুগিকে দীর্ঘক্ষণ টলিতে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে দেওয়া হয়।

দুই ভাইয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ আলু খেতে জল দেওয়া নিয়ে প্রথমে দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা। এই বচসা থেকে বড় ভাই স্বপন দেবনাথ কোদাল দিয়ে আঘাত করে ছোট ভাই দীলিপ দেবনাথকে। বড় ভাই স্বপন দেবনাথ কোদাল দিয়ে একের পর এক মাথায় পিঠে ,হাতে ও পায়ে আঘাত করতে থাকে ছোট ভাই দিলীপ দেবনাথকে। আঘাত পেয়ে দীলিপ দেবনাথ জমিতে পরে চিৎকার করতে থাকে। মাঠের দূরবর্তী কৃষকরা ছুটে এসে দীলিপ দেবনাথ কে বড় ভাই স্বপন দেবনাথের কাছ থেকে উদ্ধার করে। রক্তাক্ত অবস্থায় দিলীপ দেবনাথকে নিয়ে যাওয়া হয় মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্য কেন্দ্রে। কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখান থেকে সিটিস্কেন করার জন্য দিলীপ দেবনাথকে পাঠিয়ে হয় গৌমতি জেলা হাসপাতালে। গৌমতি জেলা হাসপাতালে যাওয়ার আগে দিলীপ দেবনাথ অভিযুক্ত স্বপন দেবনাথের বিরুদ্ধে বিলোনীয়া থানায় মামলা দায়ের করে। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কিন্তু হামলাকারী বড় ভাই পলাতক।

বামেদের রেলিতে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বিলোনিয়াতে বামপন্থীর যুব সংগঠনের ডাকে মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের বাঁধা পেয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নিন্দায় সরব হয়ে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব।

বছরে ৫০ হাজার বেকারের সরকারের চাকুরি, সমস্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবি ও ১০৩২৩ চাকরীচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর বিজেপি সরকার কর্তৃক ফ্যাসিস্ট কায়দায় আক্রমণের প্রতিবাদ সহ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবারে বিলোনিয়াতে আয়োজিত হয় যুব রেলি ও জামায়েত। বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির ডাকে আয়োজিত হয় এই দিনের যুব রেলি। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির অফিস প্রাঙ্গন থেকে এই দিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ শুরু হয় এই দিনের আয়োজিত যুব রেলি।

গাজন শিল্পী শান্তনু সাহার পরলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নাম সংকীর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। গত ২৪ শে জানুয়ারি উদয়পুর তথা ত্রিপুরার বিখ্যাত গাজন শিল্পী শান্তনু সাহা কিডনি জনিত রোগাক্রান্ত হয়ে কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে পরলোকগমন করে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৬ বছর। সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ তার চিকিৎসার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ ৯ তারিখ তার পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে সংস্থার উদ্যোগে কয়লার মাঠে এক নাম সংকীর্তন ও সর্বস্তরের মানুষের জন্য মহাপ্রসাদের আয়োজন করে যেখানে তার আত্মীয়-স্বজন, এলাকার লোকজন, সাংস্কৃতিক জগতের লোক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রায় সকলেই হাজির হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। যদিও সংস্থার কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায় তাদের এই মহৎ উদ্যোগে প্রায় সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভারতে ২০.২৫-কোটির উর্ধে করোনা টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৯৭.২৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাইলফলকের গণ্ডি অতিক্রম করে ভারতে বেড়েই চলেছে করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে ভারতে ২০.২৫-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল জানিয়েছে, ৮ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৬,৮৭,১৩৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,২৫,৮৭,৭৫২-এ পৌঁছে গেল। ভারতে করোনা রোগীদের সুস্থতার হার প্রতিদিনই উর্দমুখী, দ্রুততার সঙ্গে কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪, ০১৬ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.২৫ শতাংশ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৫,১৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৫, ৪৮,৫২১ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৪৩,৬২৫ জন করোনা-রোগী (১.৩২ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দূর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ ফেব্রুয়ারি।। তিন মাস পূর্বে যান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কোমায় থাকার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টা নাগাদ চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গৌতম দেবনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১২ নভেম্বর ২০২০ সালে বিশালগড় থানাদিন বড়ডেপা এলাকায় অটোর সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রাক্তন গ্রামপ্রধানের মা জ্যোৎস্না দেবনাথ। আহত হয়েছিলেন আরো কয়েকজন। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেও বহিঃ রাজ্যে চিকিৎসাধীন ছিলো প্রাক্তন গ্রাম প্রধান গৌতম দেবনাথ। উনাকে দুর্ঘটনা পরেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জিবি হাসপাতালে। জিবিপি থেকে আই এল এস হাসপাতলে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতায়। কলকাতা সাতদিন চিকিৎসা করার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। প্রাক্তন গ্রামপ্রধান গৌতম দেবনাথ এর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। জিবি থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়েছিল আর কোনো চিকিৎসা ছিল না গৌতম দেবনাথ এর। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশ মিনিটে দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন গ্রাম প্রধান গৌতম দেবনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দক্ষিণ চড়িলাম মধ্যপাড়াস্থিত নিজ বাড়িতে। তিন মাস আগেই অটো দুর্ঘটনায় মাকে হারিয়েছিলেন আজ এক কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীকে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে মন্দিরের তালা কেটে শিব এবং কালীর যাবতীয় সোনার গয়না চুরি করে নিয়ে গেছে।মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে এসে স্থানীয় এক ভদ্রমহিলা লক্ষ করেন শিবকালী মন্দির এর গ্রিলের তালা ভাঙ্গা এবং মন্দিরের ভিতরে ঢুকে যাবতীয় সোনা গয়না চুরি করে দিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি স্থানীয় লোকজন জানান। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মন্দিরের পূজারী।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার মাথায় বাজ পরার উপক্রম। তিনি জানান ২৮ বছর ধরে তিনি এই মন্দিরের পূজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০০৮সালে আবারও চুরির ঘটনা ঘটেছিল। মন্দিরের পূজারীরা আরো জানান চোরেরা পেছন দিক থেকে ঢুকে সিসি ক্যামেরা খুলে নিয়েছে।শাটারের তালা এবং মন্দিরের তালা ভেঙ্গে তারা ভেতরে ঢুকে মায়ের মুকুট , চূড়া এবং বাবার কেশর চুরি করে নিয়ে গেছে। লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না চুরি হয়েছে বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত চুরি যাওয়া সোনা গহনা উদ্ধার কিংবা চোরদেরআটক করা সম্ভব হয়নি।

ছিনতাই

● **প্রথম পাতার পর**

সঙ্গে সঙ্গে এলাকার জনগণের প্রচেষ্টায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ফারুক মিয়াকে। ফারুক মিয়ার মাথায় এবং বুকে প্রচন্ড আঘাত লাগে। অবশেষে ফারুক মিয়া দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় একটি মামলা করেন। ফারুক মিয়া জানান আনোয়ার হোসেন ও রফিকুল ইসলাম নেশা কারবারি থেকে শুরু করে চোরাকারবারি সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

ঋণের

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার জানায় বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য বেশকিছু টাকা ঋণ হয়ে গেছে। ঋণের টাকা মিটিয়ে দিতে পারছেন না তার বাবা নেপাল সরকার। তাতে তিনি অনেকটাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।ঋণের টাকা মিটিয়ে দিতে না পারায় তিনি প্রায়ই বলতেন আত্মহত্যা করবেন।শেষ পর্যন্ত বাড়িতে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ধর্মনগর

● **প্রথম পাতার পর**

পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। তবে তারা যে নাইজেরিয়ান নাগরিক সে সম্পর্কিত পরিচয় পত্র মিলেছে। তাদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী।তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট থানায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে প্রায়ই নাইজেরিয়ান নাগরিকদের আনাগোনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।এইসব নাইজেরিয়ান লোকজনরা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে চলেছে।

ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর**

উত্তরপ্রদেশ ৬৮ শতাংশ, আন্দামান ও নিকোবার ৬৭ শতাংশ, রাজস্থান ৬৭ শতাংশ, কেরালা ৬৬ শতাংশ এবং লক্ষাদ্বীপ ৬৬ শতাংশ স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকাকরণ করতে পেরেছে।

গ্রামীণ মেলার সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ ফেব্রুয়ারি।। শান্তির বাজার মহকুার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর দেবদারু এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় গ্রামীন মিলন মেলা ২০২১। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠীত হয় এই মেলা। এক অনুষ্ঠানে মধ্যদিয়ে আজকে এই মিলন মেলার সমাপ্তিহয়। আজকের এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের এগ্রি স্টেন্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, ধর্মপ্রচাকর করুনেশ্বর মাধবদাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী চাথই মগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অতিথীবৃন্দরা।

কল্যাণমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

১০৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। 'ড্রিম-এ-ড্রিম' নামক সংস্থাটি ৪টি ব্যাচে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণ দেবে। এই ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রাজ্যের শিক্ষকদের জন্য অবশ্যই ফলদায়ক হবে এবং ছাত্রছাত্রীরাও উপক'ত হবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে রাজ্যের অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়গুলিতেও এই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা বলেন, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়গুলি রাজ্যের প্রত্যন্ত অ'লে অবস্থিত। এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়নে সহায়তা করছে।

এই বিদ্যালয়গুলিতে জনজাতি ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি পোশাক ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল বিদ্যালয়গুলি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করছে। সচিব শ্রীমতি দেববর্মা তথ্য দিয়ে জানান,গত ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে মাধ্যমিকে ৯৬ শতাংশ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। বহু ছাত্রছাত্রী বর্তমানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব আরও বলেন, আজ থেকে যে কর্মশালা শুরু হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকা অন্বেষণ করা, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে হৃদ্যতা তৈরিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের দক্ষতা সৃজনশীলতা খঁজে বের করা এবং সমাজকে শক্তিশালী করা। এই কর্মশালার মাধ্যমে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপকার হবে যা ২৮৫৬ জন শিক্ষার্থীকে পরবর্তী পর্যায়ে রূপান্তর ঘটাবে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীন বিভিন্ন ছাত্রাবাসগুলিতে গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এই ধরণের কর্মসূচী আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'ড্রিম-এ-ড্রিম' সংস্থার সি ই ও সুচেতা ভাট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

চাকমাঘাটে

● **প্রথম পাতার পর**

তিনটি সাবানের কেসে করে তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার বুদ্ধি কান্ত সরকারের বাড়িতে পাঠিয়েছে।সেই খবরের ভিত্তিতে ট্রাফিক ডিএসপি সোনাচর অন্য আতিয়ার নেতৃত্বে রাত এগারোটা নাগাদ পুলিশ চাকমা ঘাট এলাকার বুদ্ধি কান্ত সরকারের বাড়িতে হানা দেয়। ওই সময় বাড়ির মালিক বুদ্ধি কান্ত সরকার বাড়িতে ছিলেন না।বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে যথারীতি তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

ব্রাউন সুগার সহ বুদ্ধি কান্ত সরকারের গৌতম সরকারকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ড্রাগস ব্যবসা সংক্রান্ত আরো বহু তথ্য পেয়েছে পুলিশ।ট্রাফিক ডিএসপি জমাতিয়া নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ভুট্টো সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তবে ভুট্টো সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কোন কিছুই পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। তেলিয়ামুড়া থানা সূত্রে জানা গেছে ভূটু সরকার একজন কুখ্যাত ড্রাগস ব্যবসায়ী। ২০১৯ সালের দোসরা জুলাই থেকে রেল পুলিশ সুপারসহ এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছিল। ব্রাউন সুগার সহ আটক মহিলার জবানবন্দিতে কে গিয়েছিল সরকারি ব্রাউন সুগার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

সে অনুযায়ী ভুট্টো সরকারের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা করে পুলিশ। মটু সরকারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ভুট্টো সরকার বাম আমল থেকেই ড্রাগস ব্যবসায় জড়িত।সরকারের পালা বদল এরপর শাসকদলের সিকি আধুলি নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে যথারীতি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে ভুট্টো সরকার নামে ওই ড্রাগস ব্যবসায়ী।ড্রাগস ব্যবসার লভ্যাংশের একাংশ ওইসব শাসকদলের সিকি আধুলি নেতারাও পাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশের একাংশ ড্রাগস ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়মিত অর্থের যোগান পাচ্ছে বলেও অভিযোগ।শাসক দলের একাংশ নেতা এবং পুলিশকে ম্যানেজ করেই ভুট্টো সরকার তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় নেশা বাণিজ্য রমরমা চালিয়ে যাচ্ছে।এদিকে ব্রাউন সুগার সহ আটক গৌতম সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ যে তথ্য পেয়েছে সেই তথ্যের ভিত্তিতে নেশা কারবার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ত্রিপুরার

● **প্রথম পাতার পর**

খবর পেয়ে পাথারকান্দি এসে পৌঁছেছেন। ওসি আরও জানান, মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি একটি ব্যাগ থেকে প্রায় দু লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। টাকাগুলো মৃত বিক্রমের বলে মনে করা হচ্ছে। পুরনো গাড়ি কেনার জন্য ওই টাকাগুলি সম্ভবত তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, জানান ওসি সঞ্জীব তেরন।

জীবিত দীপঙ্কর বৈদ্য জানান, কদমতলা (উত্তর ত্রিপুরা)-র বন্ধু বিক্রম দেবকে সঙ্গে নিয়ে কালাইন (অসমের কাছাড় জেলা) গিয়েছিলেন একটি পুরনো গাড়ি কিনতে। কিন্তু গাড়ি না কিনে রাতে দিগরখালে এই সিমেন্ট বোঝাই লরিতে চড়ে তাঁরা বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দীপঙ্কর বলেন, বাইপাসে আসিমগঞ্জের কোণাগাঁও এলাকায় কালভার্টের সামনে আসার পর সড়কের বাঁকে বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুতগামী ট্রাক আসে। দুরন্ত ট্রাক দেখে তাঁদের সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের চালক গাড়ির গতি কমাতে গেলে স্টার্ট অফ হয়ে যায়। ফলে একে ঘন কুয়াশা এবং অন্ধকারের দরুন তাঁদের ট্রাকের চালক সামনের কালভার্ট না দেখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে জলাশয়ে ট্রাক নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েন। এতে তাঁর চারজন গাড়ির ক্যাবিনে চাপা পড়ে জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। এদিকে গাড়িতে বোঝাই সিমেন্টের বস্তাগুলো তাঁদের উপর পড়ে চেপে ধরে। তখন স্থানীয় মানুষজন এগিয়ে তাঁকে সংকটজনক অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও বাকিরা জলের নীচে রয়ে যান। স্থানীয়রাই তাঁকে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার চিকিৎসা করে ছেড়ে দেন তাকে, বলেন দীপঙ্কর বৈদ্য।

এদিকে এই এলাকায় ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনার জন্য সড়কের বাঁককে দায়ী করেছেন স্থানীয়রা। এই বাঁককে মেরামত করতে জেলাশাসক, পূর্তমন্ত্রী এবং স্থানীয় বিধায়কের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা। তাঁরা জানান, পাথারকান্দি বাইপাস সড়ক নির্মাণের পর ঘন ঘন যান দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে।

হীরা প্লাস

● **প্রথম পাতার পর**

এজন্য তিনি ভাঞ্জুনবাসীকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ ভাঞ্জুনের সাথে সাথে উন্নত ভাঞ্জুন গড়ে তুলতে এলাকাবাসীকে এগিয়ে আসাতে হবে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ভাঞ্জুন-শিমলুঙ জাতীয় সড়ক-এ ১৯.০২ কিমি এর টেণ্ডার প্রক্রিয়া চলছে। এ সড়কটির প্রকল্পে ব্যয় হবে ৩০৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই এলাকার সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বড় প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ ত্রিপুরার প্রতিটি প্রান্তের উন্নয়ন ঘটিয়ে ত্রিপুরাকে হীরা বানানো। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা হীরা প্লাস উন্নয়নের দিকে এগিয়ে গেছে। সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ইনটিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব, মৈত্রী সেতু তৈরি করার কাজ চলছে। মৈত্রী সেতুকে ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দরের সুবিধা পাবে ত্রিপুরাবাসী। এই সুবিধা ভাঞ্জুনবাসীও যাতে পেতে পারে এইজন্যই এখানে পৌঁছানোর জন্য সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরে জম্পইহিল ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারে উন্নীত করা হবে এবং ৯টি বাড়তি স্বাস্থ্য পরিষেবা এই হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারগুলি থেকে দেওয়া হবে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জানান, জম্পইহিল সহ পুরো পেঁচারথল বিধানসভা এলাকায় গত ৩২ মাসে ৪৫৮ কোটি ৩৬ লক্ষাধিক টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করেছে বর্তমান সরকার।

অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্যের কৃষি ও পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রকে দেশ-বিদেশে পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নিচ্ছে জম্পইহিল। এখানকার সৌন্দর্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পর্যটন মন্ত্রী স্থানীয় এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, বর্তমান সরকার জনমুখী সরকার। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা, ক'ষি দপ্তরের সচিব চন্দ্র কুমার জমাতিয়া, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, উত্তর ত্রিপুরা জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পইহিল বিএসি'র চেয়ারম্যান বিয়াকচুঙ্গনুঙ্গা। উল্লেখ্য, এদিন দ্বারোদঘাটন করা ভাঞ্জুনে নবনির্মিত কৃষক জ্ঞান কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৪৫ লক্ষ ২৩২ হাজার ৩৬৯ টাকা। ফুলডাংসাই-এ নবনির্মিত টুরিস্ট লজের নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

ক্রীড়াঙ্গন

কল্যাণপুরে রাজ্যভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা

মানব জীবনে খেলাধূলার গুরুত্ব অপরিসীম ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

কল্যাণপুর, ৯ ফেব্রুয়ারী।। আজ থেকে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রদীপ জালিয়ে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, কল্যাণপুর বি এ সি'র চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, কল্যাণপুর পাঁয়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, সমাজসেবী জীবন দেবনাথ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, মানব জীবনে খেলাধূলার গুরুত্ব অপরিসীম। শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার এক অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধূলা। রাজ্যভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা এ বছর কল্যাণপুর হচ্ছে, যা কল্যাণপুরবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

গত বছর মহামারীর কারণে সারা বিশ্বের সাথে রাজ্যেও খেলাধূলা বন্ধ ছিল। এখন ধীরে ধীরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খেলাধূলা শুরু হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীও শরীরচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরতে ফিট ইণ্ডিয়া প্রকল্প চালু করেছেন। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বে আর্ন্তজাতিক যোগা দিবসেরও প্রচলন হয়েছে।

উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতায় ৮টি জেলার ২২২ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন। আগামী ১১ ফেব্রয়ারি পর্যন্ত কল্যাণপুরে এই প্রতিযোগিতা চলবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে যুব সমাজে খেলাধূলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত এবং মামিতা নৃত্য পরিবেশন করে। সভাপতি রাজ্যভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতার পতাকা উত্তোলন করেন।

প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ২২৭ রানে হেরে সিরিজে ১-০ পিছিয়ে পড়ল ভারত

চেন্নাই, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টেই হার ভারতের। চেন্নাই টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২০ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ১৯২ রানেই গুটিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। ফলে ইংল্যান্ডের কাছে ২২৭ রানে হেরে সিরিজে ১-০ পিছিয়ে পড়ল কোহলি বাহিনী।ম্যান অব দ্যা ম্যাচ জো রুট।

চলতি বছর গোড়ায় ব্রিসবেনে অন্য এক টিম ইন্ডিয়াকে দেখেছিল দেশবাসী। অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে তরুণ ভারতীয় দলের সৌর্যের সাক্ষী ছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। আর ঘরের মাটিতে অভিজ্ঞ দল নিয়ে একেবারে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা হল বিরাট কোহলি অ্যান্ড কোংয়ের। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড অল-আউট হয় ৫৭৮ রানে। জবাবে ভারত তোলে ৩৩৭ রান। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ২৪১ রানে এগিয়ে ছিল ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসের লিড ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৮ রান মিলিয়ে ইংল্যান্ড ৪১৯ রানে এগিয়ে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ৪২০ রান।

চতুর্থ দিনের শেষে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটের বিনিময়ে ৩৯ রান তোলে। সুতরাং জয়ের জন্য শেষ দিনে ভারতের দরকার ৩৮১ রান। হাতে রয়েছে ৯ উইকেট। এই অবস্থায় চিপকে শেষ দিনের খেলা শুরু করেন গত দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান শুভমন গিল (১৫) ও চেতেশ্বর পূজারা (১২)। পঞ্চমদিনে আর তিন রান করে ব্যক্তিগত ১৫ রানে স্টোকসের হাতে ধরা পড়েন পূজারা।

এরপর লড়াই শুরু করেন কোহলি ও গিল। ২৭তম ওভারের দ্বিতীয় বলে গিলকে বোল্ড করলেন অ্যান্ডারসন। ৭টি চার ও ১টি ছার সাহায্যে ৮৩ বলে ৫০ রান করে সাজঘরে ফেরেন শুভমন। ভারত ৯২ রানে ৩ উইকেট হারায়। গিলকে আউট করার পর একই ওভারের পঞ্চম বলে রাহানের বোল্ড করলেন অ্যান্ডারসন।

খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরতে হয় অজিঙ্কাকে। ভারত ৯২ রানেই চতুর্থ উইকেট হারায়। অ্যান্ডারসন ফেরালেন ঋষভ পন্তকে। ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ বলে ১১ রান করেন তিনি। ভারত ১১০ রানে ৫ উইকেট হারায়। এরপর কোনও রান না করেই আউত হন ওয়াশিংটন সুন্দর। এরপর জ্যাক লিচ ফেরালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। তিনি ৪৬ বলে ৯ রান করে বাটলারের হাতে ধরা দেন। এক প্রান্তে একা লড়ছিলেন বিরাট কোহলি। তবে দলগত ১৭৯ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ৭২ রানে সাজঘরে ফেরেন ভারত অধিনায়কও।

১০৪ বলের ইনিংসে তিনি ৯টি বাউন্ডারির মারেন। চার নম্বর উইকেট। লিচের বলে খাতা খোলার আগেই আউট হন শাহবাজ নদিম। ৫৯তম ওভারের প্রথম বলেই বুমরাহকে বাটলারের দস্তানায় ধরা দিতে বাধ্য করলেন জোফ্রা আর্চার। ৪ রান করে আউট হন জসপ্রীত।

বুমরাহ আউট হতেই জয়ের জন্য ৪২০ রানের লক্ষ্যমাত্রা সামনে নিয়ে ব্যাট করতে নামা ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে অল-আউট হয়ে যায় ১৯২ রানে। সেই সঙ্গে ২২৭ রানের ব্যবধানে চেন্নাই টেস্ট জিতে নেয় ইংল্যান্ড। চার টেস্টের সিরিজে সিরিজে ১-০ পিছিয়ে পড়ল ভারত। ম্যান অব দ্যা ম্যাচ জো রুট।

কথায় বলে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে টসে জিতে ইংল্যান্ডের দুর্দান্ত শুরু আর টিম ইন্ডিয়ার দল বাছাই যেন ম্যাচের অর্ধেক ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

আর পাঁচদিনের ম্যাচ শেষে শাহবাজ নাদিম, ইশান্ত শর্মারা কোনও মিরাকল ঘটাতে পারলেন না। ফর্মে থাকা সিরাজ-কুলদীপকে বসিয়ে প্রথম একাদশ বাছাই করার ফল হাড়ে হাড়ে পেলেন কোহলি।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে চার নম্বর নেমে গেল ভারত

দুবাই, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চেন্নাইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে হেরে যাওয়ায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে চার নম্বর নেমে গেল ভারত। এক নম্বরে থাকা ভারতকেই পরাজিত করে একলাফে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেল ইংল্যান্ড। সিরিজের বাকি তিনটি ম্যাচের ফলাফলের নিরিখে লিগ টেবিলে দু''দলের অবস্থান বদল হলেও আপাতত ভারতের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা নিয়ে ঘোর সংশয় তৈরি হল।প্রথম টেস্টে হারের ফলে ভারতের সংগ্রহে রয়েছে ৬৮.৩ শতাংশ হারে ৪৩০ পয়েন্ট।ইংল্যান্ড ৭০.২ শতাংশ হারে ৪৪২ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে চলে আসে। নিউজিল্যান্ড আগেই ৭০.০ শতাংশ হারে ৪২০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। ৬৯.২ শতাংশ হারে ৩৩২ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত তিন নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের ফলাফলের নিরিখে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা রয়েছে অজিদেরও।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ জিতে পাকিস্তান পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে। ৪৩.৩ শতাংশ হারে তাদের সংগ্রহে রয়েছে ২৮৬ পয়েন্ট। যদিও পাকিস্তান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড়ে নেই।

সংগৃহীত পয়েন্টের শতকরা হারে লিগ টেবিলের প্রথম দু''টি দল উদ্বোধনী আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে।

জয় তুলে নিল মহামেডান স্পোর্টিং

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারী।। গোকুলাম কেরালাকে হারিয়ে চলতি আইলিগে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল মহামেডান স্পোর্টিং। দক্ষিণের ক্লাবটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ছ''ম্যাচ পর লিগ তালিকায় তৃতীয়স্থানে উঠে এল সাদা-কালো শিবির।

কল্যাণী স্টেডিয়ামে এদিন ব্ল্যাক- প্যান্থার্সদের হয়ে দুই অর্ধে দু''টি গোল করেন জন চিডি এবং আশির আখতার। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চালালেও ৭৬ মিনিটে কেরালার হয়ে শরিফ মুখাম্মদের গোলটি কাজে আসেনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-45/EE/RDAD/2020-21 Dt. 08/02/2021

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 22/02/2021 for the following works:

(1) "Construction of Study Room at 2" Floor of the Building at Children's home (Girls), Abhoynagar, Agartala, West Tripura" (2nd Call). ECV: Rs.17,51,806.00 Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation,price/financial bids th respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 03812325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.

Sd/- Illegible
Excutive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA-C-3101/21

PNIeT NO- 138/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No.119/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1440504.00	
2	DNIe-T No.122/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1656477.00	
3	DNIe-T No.291/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1440246.00	
4	DNIe-T No.295/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	2055395.00	
5	DNIe-T No.310/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1505252.00	
6	DNIe-T No.311/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1505303.00	
7	DNIe-T No.312/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	2092320.00	
8	DNIe-T No.313/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1685566.00	
9	DNIe-T No.315/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	1685566.00	
10	DNIe-T No.316/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	2092320.00	
11	DNIe-T No.321/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	2105050.00	
12	DNIe-T No.322/EE/PWD(DWS)/AMB/2020-21 (2nd Call)	2105050.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

Sd/-
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA-C-3108/21

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti Dist., Tripura invites e-tender against press NIT No. 16/EE/KLSD/2021 Dated 12-01-2021.

For "Replacement of Cable Suspension Bridge by RCC/ Steel Truss Bridge over river Manu at Jalai Village near Jalai Bazar sanctioned for implementation under NABARD (RIDF-XXIII), Job No: TP/COM/15/2018-19."
DNITNO:07/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU) 2020-21

With
- *Estimated cost : Rs. 14,51,92,424/-*
- *Earnest Money: Rs. 14,51,924/-*
- *Time of Completion : 24(Twenty four) months.*
- *Last Date of bidding for bids – 18-02-2021upto 15.00Hrs.*

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Sd/-
(Er.K.C.Dey)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakuti, Tripura

ICA-C-3120/21

PNITNO: e-PT-XXXVI/EE/RD/ABS/2020-21 DATED 04/02/2021

On behalf of the 'Governor of Tnpura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 24/02/2021 for 01 (one) no. Construction of Modern Market Shed, 01 (one) no. site development work for Sports Complex, 01 (one) no. formation of road, 01 (one) no. Brick solling (2nd Call), 02(two) nos. construction of kissan shed (2nd call), 01 (one) site development for RCC box Culvert (2nd call) and 07(Seven) nos. maintenance of girls toilet at different site under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth and also requested to use mask on face and to keep maintain social distance to avoid COVID-19 pandemic.

Sd/- [Er.S. Biswas]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA-C-3114/21

বিজ্ঞপ্তি

National Scholarship Portal (NSP 2.0) এর মাধ্যমে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি **(http://Scholarship.Gov.in) (Post-Matric Scholarship)** পাবার জন্য যে সমস্ত **OBC** ছাত্রছাত্রীরা এখনও **Online** দরখাস্ত করতে পারেনি তাদেরকে শেষবারের মতো বর্ধিত সময়ের বিষয়ে এই **Website** এ **www.obcw.tripura.gov.in** খোঁজ করার জন্য বলা হচ্ছে। যোগাযোগ - **0381-232-9034**

Sd/- (Animesh Das, IAS)
Director
OBC Welfare

ICA-D-1462/21

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর

ত্রিপুরা সরকার

মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ইং, ১২ ঘটিকায় শান্তিরবাজার শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আইটিআই)-এর শুভ উদ্বোধন করবেন শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেলা ২ ঘটিকায় শান্তিরবাজার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণ।

বিশেষ অতিথি ঃ- শ্রীমতি কাকলী দাস (দত্ত), মাননীয় সভাধিপতি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদ

শ্রী শঙ্কর রায়, মাননীয় এম.এল.এ, ত্রিপুরা বিধানসভা

শ্রী অরুন চন্দ্র ভৌমিক, মাননীয় এম.এল.এ, ত্রিপুরা বিধানসভা

সম্মানিত অতিথি ঃ- ড- পি.কে গোয়েল, আইঃ এ.এস, সেক্রেটারী, ত্রিপুরা সরকার

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রী প্রমোদ রিয়াং, মাননীয় এম.এল.এ, ত্রিপুরা বিধানসভা

এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে
অধিকর্তা,
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D/1460/21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিশ্বভারতীতে কবিগুরুর চেয়ারে বসেননি তিনি, বসেছিলেন নেহরু-গান্ধী, প্রমাণ দিলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিশ্বভারতীতে এসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ারেই বসেছিলেন অমিত শাহ ! কংগ্রসে সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরি লোকসভায় এমনটাই অভিযোগ এনেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ-র বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার সংসদে দাঁড়িয়ে প্রমাণ দিয়ে অধীররঞ্জনের অভিযোগ সরাসরি খারিজ করলেন শাহ। বিষয়টি নিয়ে তিনি টুইটও করেন। তিনি বলেন যে, রবি ঠাকুরের চেয়ারে তিনি বসেননি। তিনি যেখানে বসেছিলেন, তা জানলারই একটি অংশ। শাহ এও বলেন যে, রবি ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ার এবং সোফায় অতীতে দেশের দুই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও রাজীব গান্ধী বসেছেন।

শাহ এদিন লোকসভায় বলেন, 'গতকাল অধীররঞ্জন চৌধুরি নিজের ভাষণ দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে, আমি নাকি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ারে বসেছিলাম! ওঁর কাছে হয়তো তথ্য নেই। কিন্তু আমি তথ্যের রেকর্ড লোকসভায় তুলে ধরব। সত্যিটা এই যে, পণ্ডিত নেহরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ারে বসেছিলেন। এমনকী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোফায় বসে চা পান করেছেন। আমার কাছে শান্তিনিকেতনের উপাচার্যের চিঠি আছে যেখানে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি। আমি জানলার পাশে বসেছিলাম। সেখানে যে কেউ বসতে পারে।' শাহ তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে বেশ কিছু ছবি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর চিঠির প্রতিলিপিও পেশ করেন। শাহকে হোয়াটসঅ্যাপে যে ছবিগুলি পাঠান হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, শাহ যে চেয়ারে বসেছিলেন সেখানে প্রাক্তন দুই রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল ও প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে রাজীব গান্ধি ও নেহরু।

আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার সংকল্প বাস্তবায়নে জনহিতৈষী বাজেট প্রস্তাব পেশ করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের সঙ্গে আজ দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানান পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। শ্রীত্রিপুরা বলেন, বাজেটে যেভাবে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সমৃদ্ধ ভারত তৈরি করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রীর কাছে সাংসদ অনুরোধ করেন ত্রিপুরার জনজাতি এলাকার উন্নয়নে অতিরিক্ত বরাদ্দের বিষয়টি যেন তিনি বিবেচনা করে দেখেন। একই সঙ্গে চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণেও বিশেষ প্রকল্প ত্রিপুরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে বিনম্র আবেদন জানান সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা।

আপাতত গ্রেফতার করা যাবে না শশী থারুর ও ছয় সাংবাদিককে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সুপ্রিম রেহাই। এখনই গ্রেফতার করা যাবে না ২৬ জানুয়ারি রাজধানীতে কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিল নিয়ে আপত্তিকর টুইট করেছিলেন বলে অভিযুক্ত কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ও রাজদীপ সরদেশাই সহ ছয় সাংবাদিকে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে কোনও সরকারি এজেন্সি এখন তারুর বা ছয় সাংবাদিককে গ্রেফতার করতে পারবে না। আগামী দু'সপ্তাহ বাদে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে।

দিল্লি পুলিশের হয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। অভিযুক্তদের পক্ষে ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল। যে সাংবাদিকরা এই মামলায় অভিযুক্ত, তাঁরা হলেন রাজদীপ সরদেশাই, মৃণাল পাণ্ডে, জাফর আগা, বিনোদ কে যোশ, পরেশ নাথ এবং অনন্ত নাথ। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা নাকচ করে দেওয়া হোক। এদিন তারুর ও সাংবাদিকদের আবেদন শোনে তিন বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের সভাপতিত্বে গঠিত ওই বেঞ্চের বাকি দুই সদস্য হলেন বিচারপতি এ এস বোপান্না ও বিচারপতি ভি রামসুব্রমনিয়াম।

পুলিশের অভিযোগ, তাঁরা দেশদ্রোহিতা করেছেন। চক্রান্ত করে প্রচার করেছেন, দিল্লি পুলিশ ট্র্যাক্টর মিছিলে অংশ নেওয়া এক কৃষককে খুন করেছে।

মঙ্গলবারি গ্রেফতার হয়েছেন লালকেল্লা কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত গায়ক দীপ সিধু। তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের পরেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর সন্ধান দিতে পারলে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। এতদিনে দীপ সিধুর খোঁজ মিলেছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্র্যাঞ্চ। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দিল্লীতে ভেঙে পড়ল বাড়ি

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর দিল্লির সদর বাজার এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। বাড়ি ভেঙে আহত হয়েছেন ৫ জন, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। দিল্লি পুলিশ এবং দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, উত্তর দিল্লির সদর বাজার এলাকায় ভেঙে পড়েছে একটি বাড়ি।

খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকলের ছ''টি ইঞ্জিন। মোট ৫ জনকে উদ্ধার করার পর স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, আহতদের মধ্যে ৩ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। কী কারণে বাড়িটি ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতে টিকাকরণ ৬২-লক্ষের বেশি ৭৮ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৫,১৫৮

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ১০০-র নীচেই রয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী। সেই ধারা অব্যাহত রইল মঙ্গলবারও।

সোমবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯ হাজার ১১০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৭৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজারেরও বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৫,৪৮,৫২১ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯,১১০ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩০৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,০১৬ জন। ৭৮ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,১৫৮ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৫,৪৮,৫২১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬২৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৪,৯৮৪ জন।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার উদয়পুরে গ্রেপ্তার দাগী চোর স্বস্তি জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। গত ৩রা ফেব্রুয়ারি রাতে ভোর রাতে উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের জীবন ঘোষের বাড়ি থেকে একটি বাইক চুরি হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি জীবন ঘোষ আর কে পুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা নাম্বার ২৫/২১, ৩৮০,৩৮২(বি) আই পি সি সহ অন্যান্য ধারা যুক্ত করে রাধাকিশোরপুর থানার এস আই শংকর সাহার তৎপরতায় রাজু দাস নামে একজন দাগী চোরকে আটক করে।

তাকে আটক করে কোর্ট থেকে রিমান্ডে আসার পর পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে গতকাল রাতে দুধ পুষ্করিণী নিকুন সরকারের ছেলে স্বপন সরকারকে গ্রেপ্তার করে আজ কোর্টে প্রেরণ করলে চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে স্বপন সরকারকে থানায় আনা হয়।

উল্লেখ্য রাজু দাস বাইক চুরি করে দুধ পুষ্করিণী নিকুন সরকারের ছেলে স্বপন সরকারের বাড়িতে নিয়ে বাইকটি রাখা হয়। বাইকের মালিক জীবন ঘোষ বাইক ফেরৎ পেয়ে যারপরনাই খুশি।

ভয় পেয়েছেন মমতা, তাই সিএএ নিয়ে অপপ্রচার করছে ঃ তথাগত রায়

দুর্গাপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ''এক পয়সার এক্তিয়ার নেই, নাগরিকত্ব নিয়ে কিছু বলার।গদিচ্যুত হওয়ার ভয় পেয়েছেন। নিজের কি হবে, ভাইপোর কি হবে। তাই অপপ্রচার করছে।'' মঙ্গলবার দুর্গাপুর ধোবিঘাটে বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের জনসভায় যোগ দিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপোধ্যায়কে এভাবে নিশানা করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপিনেতা তথাগত রায়।

প্রসঙ্গত, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। নতুন করে এনআরসি সিএএ বিরোধীতায় আসরে নেমেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার দুর্গাপুর ১ নং ওয়ার্ড ধোবিঘাটে বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের জনসভা ছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়। এছাড়াও উদ্বাস্তু সেলের প্রদেশ আহ্বায়ক মোহিত রায়, গুনীজন সেলের অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দ প্রমুখ। দুর্গাপুর ধোবিঘাট মুলত উদ্বাস্তু এলাকা। গত কয়েকবছর ধরে পাট্টার দাবী নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে শিল্পাঞ্চল বস্তি কল্যান সমিতি। একই সঙ্গে আন্দোলন চালাচ্ছে বিজেপির উদ্বাস্তু সেল।

এদিন সভায় যোগ দেওয়ার আগে গোটা এলাকায় মিছিল করে বিজেপির উদ্বাস্তু সেল। দুপুরে স্থানীয় উদ্বাস্তু সেলের আহ্বায়ক কৃষ্ণ মালের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন তথাগত রায়, মোহিত রায় ও বিমলশঙ্কর নন্দ প্রমুখ। তারপর সভায় যোগ দেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তথাগতবাবু নাগরিকত্ব আইন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমন করেন।

তিনি বলেন,' নাগরিকত্ব আইন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু বলার এক পয়সার এক্তিয়ার নেই। কারন, সংবিধানের ৭ম তপশীলে ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকত্ব বিষয়টি পুরোপুরি কেন্দ্রের। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলার এক্তিয়ার আসে কোথা থেকে?' তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেন,' এরপর হয়তো শুনবো আমেরিকা রাশিয়ার প্রশাসন কিভাবে চালানো উচত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতামত দিচ্ছেন। এসব হাস্যকর।'

এদিন পরিবর্তন যাত্রাকে তৃণমূল দাঙ্গা লাগানোর যাত্রা বলার জবাবে তিনি বলেন,' ২০১১ সাল থেকে কমপক্ষে ৭ টা দাঙ্গা হয়েছে রাজ্যে। কালিয়াচক, ধুলাগড়, ফলতার মত ঘটনার নজির আছে। সেই দাঙ্গা বিজেপি নয়, তৃণমূল করিয়েছে। সংখ্যালঘু ভোট সংহত রাখার জন্য তৃণমূল ওইসব দাঙ্গা বাধিয়েছে।'

এদিন তিনি আরও বলেন,' ভোট আমাকে দেবেন এটা সবদলই বলেন। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেবেন, আর ভোট আমাকে দেবেন, এসব বলার মানে মমতাবন্দ্যোপাধ্যায় অসৎ ও অসাধু হতে বলছে। মমতা ব্যানার্জীর দলের মত দুর্নীতিবাজ দল রাজ্যে কোনদিন এসেছে কি না সন্দেহ। কাগাবোগা মার্কা ছবি ১কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করেন সুদীপ্ত সেনকে। আর এই মানুষটা দুর্নীতির গল্প করছেন।'

তিনি আরও বলেন,' আগে লেখা থাকত সততার প্রতিমুর্তি। এখন আর তার দলের নেতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির নীচে সেটা লজ্জায় লিখতে পারে না।' তিনি বলেন,' গদিচ্যুত হওয়ার ভয় পেয়েছেন। নিজের কি হবে, ভাইপোর কি হবে। তাই অপপ্রচার করছেন।'

বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে ১৫, ১৬ মার্চ ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কেন্দ্রের ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের নীতির প্রতিবাদে এবার ধর্মঘটের পথে যাচ্ছেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা। ফলে পরপর চারদিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক।

কিছুকাল ধরেই ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের পথে যাচ্ছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। এবার বাজেটেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষণা করেছেন দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ করা হবে। বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে মার্চ মাসে পরপর দু''দিন ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইউনিয়ন অফ অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। ১৫ ও ১৬ মার্চ এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ১৫ তারিখ সোমবার ও ১৬ তারিখ মঙ্গলবার। কিন্তু এর আগে ১৩ মার্চ পড়েছে মাসের দ্বিতীয় শনিবার ও ১৪ তারিখ রবিবার। আশঙ্কা করা হচ্ছে এর ফলে ব্যাঙ্ক ও এটিএম পরিষেবায় প্রভাব পড়বে। ভোগান্তি হতে পারে গ্রাহকদের।

দেবভূমি বিপর্যয়ে মৃত্যু বেড়ে ৩০ চলছে প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা

চামোলি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নন্দাদেবী হিমবাহ ফেটে হড়পা বানের ঘটনায় বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বিস্তীর্ণ অংশ। তপোবন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে সুড়ঙ্গে আটকে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধার করার কাজ চলছে সোমবার থেকেই। দেবভূমিতে রবিবারের বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩০।

বেসরকারি সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা ৩১। তপোবনের ওই সুড়ঙ্গে এখনও প্রায় বেশ কিছু জন আটকে আছেন বলে জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ অশোক কুমার। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, ''চামোলির সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। আশা করছি, আজকের মধ্যে সুড়ঙ্গ থেকে অটকদের উদ্ধার করে পথ পরিষ্কার করে ফেলতে পারব।'' উদ্ধারকাজে রত রয়েছে স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স(এসডিআরএফ), ইন্দো-টিবেট বর্ডার পেট্রল(আইটিবিপি) ও অন্যান্যরা।

উদ্ধারকাজ নিয়ে আইটিবিপি-র এক অফিসার বলেছেন, ''সারা রাত ধরে উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়েছে।'' উত্তরাখণ্ডের এই বিপর্যয়ে এখন অবধি প্রায় ২০০ জন নিখোঁজ, নিহতের সংখ্যা ৩০। চামোলির জেলাশাসক স্বাতী এস ভাদোরিয়া জানিয়েছেন, ''মোট তিনটি দেহ উদ্ধার হয়েছে, ফলে হিমবাহ ফেটে মোট ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে।'' উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমারের কথায়, ''মোট ৩০টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধান চলছে। নদীর ধারে এবং ধ্বংসাবশেষে খোঁজ চালানো হচ্ছে। মঙ্গলবার তিনটি দেহ উদ্ধার হয়েছে রেনি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে।''

আর্থিক অনটন, মৃত্যুবরণ পাঁচগ্রাম কাগজকলের আরেক কর্মচারীর, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৮১, ১১

পাঁচগ্রাম (অসম), ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অর্ধাহার অনাহার এবং উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কাগজ কলের আরও একজন কর্মচারীর করুণ মৃত্যু ঘটেছে পাঁচগ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম রূপক নাথমজুমদার। তাঁর মূল বাড়ি হাইলাকান্দি জেলার লালাবাজারে। কর্মসূত্রে তিনি পাঁচগ্রাম পেপার মিলের টাউনশিপে কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। দীর্ঘদিন থেকে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগাক্রান্ত ছিলেন রূপক। পেপারমিলের বেতন বন্ধ থাকার দরুন উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে না পেরে সোমবার রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। রূপক নাথমজুমদারের মৃত্যুর পর এ পর্যন্ত কাগজকলের কর্মী-মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১-তে। স্ত্রী এবং দুই সন্তান সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে গেছেন তিনি। ইলেকট্রিক্যাল টেকশিয়ান পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছিলেন প্রয়াত রূপক।

পাঁচগ্রামের কাছাড় এবং জাগিরোডে নগাঁও কাগজ কল দু'টি বন্ধ হওয়ার পর আর্থিক অনটনের ফলে কর্মচারীদের পরিবারের লোকজন তীব্র সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করছেন। প্রসঙ্গত কাছাড় কাগজ কল ২০১৭ সালে এবং জাগিরোডের কাগজ কল ২০১৫ সালে বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার ফলে উভয় কাগজকলের বহু কর্মচারীর পরিবারবর্গের সদস্যরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন।

এদিকে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের অধীনস্থ জাগিরোডের নগাঁও কাগজ কল এবং পাঁচগ্রামের কাছাড় কাগজ কল দু'টিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য ধারাবাহিক সংগ্রাম চলছে। উভয় কাগজকলের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব রিকগনাইজড ইউনিয়নসএর সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তীরা লাগাতার আন্দোলন করে আসছেন। তবুও সরকার পক্ষ থেকে কাগজকলগুলিকে সচল করতে ইতিবাচক কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যার ফলে কর্মচারীদের দুর্ভোগের সীমা চরমে পৌঁছেছে।

ইউনিয়নসএর সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী উদ্বেগের সুরে হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, এ পর্যন্ত মোট ৮১ জন কর্মী অর্ধাহার অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সরকারের চরম গাফিলতি ও অবজ্ঞার দরুণ এঁদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাই এই মৃত্যু সংখ্যা কোনও আবস্থাতেই স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সরকার একে একে কাগজকলের কর্মচারীদের হত্যালীলা শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেন মানবেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন, সরকার কাগজ কলের কর্মচারীদের এভাবে অনাহার ও অর্ধাহারের পরিস্থিতির মাধ্যমে তিলে তিলে হত্যাকাণ্ডের অমানবিক পরিকল্পনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

মোট ৮১ জন কর্মচারীর মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তিনি জানান, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ধর্মীয় শোক মিছিল বের করা হবে। মৃত ৮১ জনের মধ্যে ৬৯ জন হিন্দু এবং ১২ জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী কর্মচারী। মৃত ব্যক্তিদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় শিলচর শ্মশানঘাটের কালীবাড়ি এবং কলেজ রোডের ফজল শাহ মোকামে যথাক্রমে উভয় ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রার্থনা করবেন কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।